দেলদার।

গীতি-নাট্য।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

১৩০৬ সাল, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার,
ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা।

কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেনস্থ
উদ্বোধন প্রেসে,
স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৬।

মূল্য।৴০ ছয় আনা

[illegible]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

দেলদার।

নেসা	...	...	...	অপ্সর-কুমার।
গহন	...	...	...	রাজকুমার।
সরল	...	...	...	গহনের সখা।

কুহকী।

স্ত্রী।

পিয়াসা	...	...	...	অপ্সরী-কুমারী।
ধারা	...	...	...	ঐ
রেখা	...	...	...	ধারার সখী।

কুহকিনী, ভাব-সঙ্গিনী ও স্বর-সঙ্গিনীগণ।

দেলদার।

গীতি-নাট্য।

প্রস্তাবনা।

অপ্সর-লোক।

ভাব-সঙ্গিনী অপ্সরাগণ।

গীত।

চল্ চল্ দুনিয়া দেখে আসি আয়।
শুনেছি সখের বাজার, সখ করে পায় যে যা চায়॥
বিকোয় সুধা আর গরল, কুটিল আর সরল,
বিকোয় অনল শীতল জল,
মনের গুণে বিকোয় সখের ফল;
সুধা ফেলে গরল কেনে এমন সখ কে কোথা পায়।
কেন সখে জ্ব'লে হয়লো সারা, সখ হ'লে ত' নিভে যায়॥

দৃশ্য পরিবর্ত্তন।

দুনিয়া-বাগান।

নেসা ও পিয়াসার প্রবেশ।

গীত।

পিয়াসা। (আমরি হায়রে হায় !)

কি জানি কেমন মনের মতন হ'ল না।

বলেনা বুঝ্‌তে নারি মনের ছলনা॥

(হায়রে হায় !)

নেসা। গেল না ঘোর গেল না দিবানিশি থাকি বিভোর।

অঘোরে সদাই ঘুরে আরো কত লেগেছে ঘোর॥

(হায়রে হায় !)

পিয়াসা। যেথা যাই যায়ত' সেথা, তবুত' দেয় সে ব্যথা,

পায় সে ব্যথা ব্যথা দিয়ে, কে জানে দিবানিশি আছে কি নিয়ে,

স'য়ে স'য়ে ব্যথা পেয়ে রীত ত' গেল না।

কারে চায় কে যেন তার কাছে এল' না॥

(হায়রে হায় !)

নেসা। দিনে থাকি ধাঁধার ঘোরে, ঘুমের অঘোর রেতে ঘেরে,

কেন বা ঘুরি ফিরি কি ঘোরের ফেরে !

অঘোরে চোখ খোলে না, কি জানি কি নেসার ঘোর।

কিসে বা নেসা ভাঙ্গে, এ ঘোরে কি হবে ভোর॥

(হায়রে হায় !)

পি। বাহবা, নেসা যে হেথায় ?

নে। বাহবা—বাহবা, তুমি যে হেথায় ?

পি। আমি তোমার জ্বালায় পালিয়ে এসেছি!

নে। আমি তোমার নেসায় এসে পড়েছি।

পি। ওঃ—এ যে বেজায় নেসার ঘোর!

নে। তোমার এত পিয়াসার জোর না হ'লে আমার এ নেসার ঝোঁকটুকু থাক্‌ত' না।

পি। নেসা কাটিয়ে ফেল,—নেসা কাটিয়ে ফেল।

নে। তুমি পিয়াসা মিটিয়ে ফেল,—মিটিয়ে ফেল।

পি। আচ্ছা—দেখ্‌বে।

নে। তুমি তার চেয়ে দেখ্‌বে।

পি। কিসে?

নে। আমার নেসার ঘোর বই ত' নয়,—অঘোরেই যাবে। তোমার পিয়াসার জোরে জ্বলে সারা হবে।

পি। বাঃ বাঃ, তোমার নেসার যে কতকটা ঘোর কেটেছে, দেখ্‌তে পাই!

নে। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না,—অঘোরেই আছি। এক ছিটে ঘোর কাট্‌লে কি তোমার কাছে থাক্‌তুম,—ছুটে পালাতুম।

পি। আমিও বাঁচ্‌তুম,—নিরিবিলি বস্‌তুম।

নে। বাঃ বাঃ—চন্দ্রমুখী!

পি। আচ্ছা,—তাইত' রোদের টুক্‌রো!

নে। বড় পিয়াসার জোর যে শুন্‌ছিলুম।

পি। বড় নেসার ঘোর—আমিও শুন্‌লুম।

নে। সত্যি।

পি। আমারই কি মিছে?

নে। পিয়াস মেটালে?

পি। নেসা কাটালে ?

নে। অঘোরে থাকি,—কিছু বুঝ্‌তে ত' পারছি নি।

পি। পিয়াস মিট্‌লে আর থাক্‌বে কেন ?

নে। আচ্ছা, তুমি কেন এসেছ ?

পি। তুমি কেন এসেছ ?

নে। শুনেছি, দুনিয়ায় এসে নেসার ঘোর বাড়েও,—আর যদি কাটে ত'—দুনিয়াতেই কাটে !

পি। আমিও শুনেছি—দুনিয়াতে পিয়াসা বাড়ে, আর মেটে যদি ত'—দুনিয়াতেই মেটে।

নে। আজ একটী পুরোণ কথা মনে পড়্‌চে !

পি। কি ?

নে। অপ্সর-লোকে,—এম্‌নি বাগানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। এমনি দু'জনে ব'সে কথাবার্ত্তা ক'য়েছি।

পি। তারপর কি নিয়ে ঝগড়া হ'ল—তোমার মনে আছে ?

নে। তুমি মনে গাঁট দিয়ে রেখেছ',—আমি ভুলে গেছি !

পি। বুঝেছি,—ভোলা প্রাণে ঝ্‌গড়াটুকু ভোল'নি, দোষটুকু ভুলেছ।

নে। আর তোমার সরল প্রাণে ঝগড়াটুকু ভুলেছ,—নিজের গুণটুকু মনে আছে !

পি। আচ্ছা—সে বাগানে আগে কে গিয়েছিল ?

নে। স্বীকার কর্‌লেম, তুমি ! আর যে কেউ সে বাগানে যেতে পার্‌বে না,—এমন কি তোমার কড়া হুকুম ?

পি। যেতে পার্‌বে না কেন ? তা কি আমি মানা করেছিলুম ! তাই ব'লে আমি আগে এলুম,—আর একজন ফুল তুল্‌বে ?

নে। যেতে মানা কর্‌বে কেন? এখানে দাঁড়াতে পার্‌বে না,—এখানে অমুক কর্‌তে পার্‌বে না, সেখানে তমুক কর্‌তে পার্‌বে না,—তবে কি আমি আস্‌মানে থাক্‌বো?

পি। আমি না হয় একটা বলেইছিলুম;—তোমার এতই কি যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালেই নয়?

নে। দেখ চাঁদ, তোমার সঙ্গে আর এক তিলও বেড়াই নি, দেশছাড়া হ'য়ে চ'লে এসেছি!

পি। আর আমি প'ড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছি!

নে। তুমি কাঁদ্‌বে ত' পিয়াসায় মর্‌বে কে?

পি। এখানে আর সে ঝগড়া কেন? তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হ'তে ত'—আমি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলুম!

নে। শুধু একলা পালাও নি,—আমায়ও দেশত্যাগী করেছিলে!

পি। নাও, ঝগড়া থামাও! দুনিয়া দেখ্‌তে এসেছি, দেখে যাই।

নে। দুনিয়ায় কিছু দেখ্‌লে?

পি। দেখ্‌লুম—একটী সুন্দর কুমার,—আর একটী সুন্দরী কুমারী! কিন্তু বুঝ্‌লুম,—অপ্সর-লোকেও যেমন, এখানেও তেম্‌নি! দুটীতে মিল হ'লে—বড় সুখের সংসার হয়! এ রাজারও একটী ছেলে, এ রাণীরও একটী মেয়ে!—কিন্তু তা হবার যো নেই!—তুমি কিছু দেখ্‌লে?

নে। আমিও ওই দু'টি দেখেছি! কিন্তু কি বংশ-অভিমান দেখ্‌চো! রাজা যেচে পুত্রের সম্বন্ধ কর্‌বেন না,—রাণীও মেয়ের মনের মতন বর না হ'লে বে দেবেন না! এই একটু আড়ে পাহাড়ের আড় হ'য়ে গিয়েছে!

পি। কিন্তু কুমার কুমারীতে দেখা হ'লে সব মিটে যায়!

নে। চোখের দেখায় মিট্‌তো ত' তোমায় আমায় মিট্‌তো! মনে মনে, মন দে দেখা না হ'লে, মনের মত হয় না!

পি। সত্যি! এমনা দু'জন দেখি!—যদি মেলাতে পারি, তা'হলে একটী সুন্দর জিনিস দেখে যাব।

পি। কাজ মন্দ বলনি, যখন এসেছি—কিছু করি!

দেলদারের প্রবেশ।

গীত।

ক'রেছি সাধের বাগান সখ ক'রে।
হেথা নেশা কাটে, পিয়াস মেটে,
আমোদ ছোটে ভরুভরে॥
হেথায় পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে দেখে যে খেলা,
তার যায় মনের মলা,
হেথা ভালবাসায় ভাসিয়ে নে যায় গুমোর ছলা;
হেথা উজান ভাঁটা চলে কানে কান,
ঢেউয়ে ঢেউ ফাঁপিয়ে তোলে ডোবায় অভিমান!
কান করে কি থাকৃতে পারে, ভুলে যায় আপন পরে,—
পরের ব্যথা বুকে নিয়ে, বুকের ব্যথা যায় সরে॥

দেল। আসুন—আসুন, আমার পরম সৌভাগ্য!

পি। আপনি কি আমাদের চেনেন?

দে। এইত' চিন্‌লুম!

নে। আম্‌রা কে—কি ভাবে এসেছি—কিছু জান্‌লেন না, —শুন্‌লেন না,—অম্‌নি আসতে আজ্ঞা হয়—বল্‌লেন?

দে। জেনে শুনে দেলদারি হয় না। ভাল মন্দ জেনে যে

দেলদারি করে,—তার দেলদারি নয়—ঝকমারি ! আমি দেলদার,—দেলদারি করি—ভাল মন্দ বাছি নে।

পি। আমরা দুনিয়া দেখ্‌তে এসেছিলুম। যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তা'হ'লে তুমি একটা দেখ্‌বার চিজ বটে !

দে। দুনিয়ায় সবই দেখ্‌বার ;—ওর আর রকম বেরকম নেই।

নে। দুনিয়ায় কি সবই ভাল ?—মন্দ কিছু নেই ?

দে। মন্দ কিছু না দেখ্‌লেই মন্দ নেই,—ভাল না দেখ্‌লেই ভাল নেই ! আমি ভালই দেখি—মন্দ দেখি নে।

পি। শুন্‌লুম, তোমার এ সখের বাগান।

দে। সখের মত সখ ! ভালর সখ,—ভালাই দেখ্‌বার সখ !

নে। কি ভালাই দেখে বেড়াও, আমাদের দেখাতে পার ?

দে। তা দেখাতে পারি নে,—ভাল চোখে দেখ্‌তে হয় ! তবে আমার সঙ্গে থেকে দেখ্‌তে চাও—দেখ্‌বে এস !

নে। ভাল চোখ পাব কোথা ?

দে। মনে কর্‌লেই পাও,—মন খোলা হ'লেই পাও ! এই দেখ আমার মন খোলা,—তাই ভাল চোখে দেখি !

পি। তোমার ত' সবই ছেঁদো কথা !—তোমার আর মন-খোলা কোথা ?

দে। বোধ হয় তোমার মন বাঁকা,—তাই আমার ছেঁদো কথা বল্‌চো,—আমার অতি সরল কথা।

নে। কই—তোমার ত' পরিচয় দিলে না ?

দে। পরিচয় যা দেবার দিয়েছি !—বেশী পরিচয় কি চাও বল ? আমি হেতায় কেন আছি, কি চাচ্চি,—তা শোন্‌ ! আমি

মনের মিল দেখ্‌তে বড় ভালবাসি। এক অপ্সরী রাণী, মানুষের ঔরসে, তাঁর একটী কন্যা আছে। নরলোকে তিনি যোগ্যপাত্র পান না ব'লে, বিবাহ দেন না। তাঁর মনে মনে সাধ যে, কন্যার মনের মতন যে হবে, তাকেই তিনি জামাই কর্‌বেন।

পি। এ আর বেশী কথা কি?

দে। বেশী কথা নয়? তোমার কি মনের মত কেউ হয়েছে? এতদিনে যদি তোমার মনের মতন না হ'য়ে থাকে,—তা'হলে জেন', মনের মতন জোটান বড় ঘটকালির কাজ! এ কেবল জেন',—দেলদার পারে,—আর কেউ পারে না!

নে। তুমি মনের মতন জোটাতে পার?

দে। আবার মনে কর ত'—এ বড় সোজা কাজ! মনের মতনই চাও! গুমোর ক'রে দেখ' না,—মনের মতন আছে কি না? মনের গুমোর নিয়ে থাকো ত'—মনের মতন পাবে কি?

পি। এ দিকে ত' শুনলুম,—এক অপ্সরী কুমারী আছে, তার মনের মতন জোটাবে! কাকে জোটাবে—ঠিক করেছ?

দে। ঠিক আপনি হ'য়ে আছে। এক রাজকুমার আছেন, —তাঁর বাপের শিক্ষায় তাঁর মনে মনে ধারণা যে, আধিপত্যই জীবনের সার! পৃথিবীতে সুন্দর কিছুই নেই!—আমার কাজও খুব এগিয়ে আছে!

নে। বাঃ—তুমি খুব ঘটক! কুমারীর মনের মতন বরই জুটিয়েছ বটে! (পিয়াসার প্রতি) কেমন পিয়াসা?

পি। দাঁড়াও কথাটা বুঝি!—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নি!

দে। তুমিই কতক বুঝেছ—উনি কিছুই বোঝেন নি!

নে। এ কুমারকে কি করে বোঝাবে?

দে। সুন্দর কখনো দেখেনি ব'লে, মনে করে—সুন্দর নেই! কিন্তু দেখ্‌লেই আর সে অভিমান থাক্‌বে না।

পি। তুমিত খুব ঘটক! এঁর ক'নে জোটাতে পার?

দে। যখন উনি, সখের বাগানে এসেছেন, মনে করেছ কি, ওঁর ক'নে জোটাই নি?

নে। বাঃ, তোমার খুব বাহাদুরী বটে! কিন্তু এর চেয়ে বাহাদুরী, যদি এর বর জোটাতে পার?

দে। তাও কি ঠিক করি নি!

পি। তাইত আমি ভাব্‌চি, তোমার ঘটকালি কি দেব?

দে। আমি আপ্‌নিই পাব। যখন বরের বাঁয়ে দাঁড়িয়ে, মুখ চেপে হেসে, আড় নয়নে দেখবে,—দু'জনের মুখ দেখেই আমার ঘটক বিদায় পাব।

নে। আচ্ছা দেখি, তোমার ঘটকালিই দেখি!

দে। আগে দেলদার হও! তবে ঠিক ঠিক দেখ্‌তে পাবে।

পি। কিসে দেলদার হয়?

দে। আমার কথার ঠিক ঠিক জবাব দিলে!

নে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কর!

দে। তুমি যে হও, ঘুরচো—কি চাও ব'লে, দুনিয়া যখন দেখ নি, দুনিয়ার ভালমন্দ জান না,—তখন দুনিয়ায় থাক না, আর কোথাও থাক! দুনিয়ায় থাক্‌লে, হয় ভাল—নয় মন্দ একটা রকম জান্‌তে। যেখানেই থাক,—যেখানকারই লোক হও, খুঁজ্‌চো—কি চাও—কি চাও!—কিন্তু কি চাও বুঝ্‌তে পার না,—মনের ঘোরেই থাক! মনের গুমোর! গুমোর

ছাড়া আর মনের ঘোর নেই! বল দেখি,—আমি তোমায় ঠিক চিনেছি কি না?

নে। হ্যাঁ—তুমি চিনেছ! আমি একজন অপ্সর-রাজ-কুমার!—অপ্সর-লোকে থাকি। যত রকম সখের জিনিস হয়, দেখেছি! কিন্তু দেখলুম,—সখের জিনিস কোনটাই নয়! তাই উদাস হ'য়ে এক রকমে দিন কাটাই! আমি ভাবি,—এই আমার মনের ঘোর! তোমার ঠেঁয়ে শুনলুম তা নয়! মনের ঘোর—মনের গুমোর। আর ঘোর নেই! আমি সত্যি বলচি, এ কথা এখন আমি বুঝতে পারিনি!

পি। মনের ঘোর ত' মনের গুমোর! মনের পিয়াসা কি জান?

দে। সেও মনের গুমোর! তুমিও ছুনিয়ার নও,—তাও বুঝেছি! আপনার মুখের ছবি দেখেছ, মনের ছবি দেখনি! যা দেখেছ,—তাইতে মেতে থাক'! ভাব—আর তোমার মতন কেউ হবে না! মনের ছবি দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌তে যে, চাও যদি,—তা পাবে।

পি। সত্যি, তুমি যা ব'লেছ! আমিও অপ্সর-কুমারী। শুনেছিলুম, ছুনিয়ায় এসে পিয়াস মেটে, তাই এসেছি।

দে। ছু'জনে মন খুলেছ,—এখন দেখ্‌বে এস। যদি এম্‌নি সরল প্রাণে, সরল মনে দেখ্‌তে পার,—নেসাও কাট্‌বে, পিয়াসও মিট্‌বে।

নেসা, পিয়াসা ও দেলদারের গীত।

নে, পি। ছুনিয়ায় একথা আজগুবি।
পিয়াস নেসা সখে মেটে, হয় যদি হায় কেয়া খুবি॥

দে। নয়নে নয়নে হানে, দেখে যে দেখ্‌তে জানে,
চলে না প্রাণের টানে বহুত বেকুবি।

নে, পি। দেখে শুনে বুঝি আগে আছে কি না কারচুবি॥

নেসা ও পিয়াসার প্রস্থান।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া
ভাব-সঙ্গিনী অপ্সরাগণের প্রবেশ।

গীত।

(হোগা) তোম্‌সে হাম্‌সে দোস্তি এ দোস্তিকা দুনিয়া।
নে হি আঁখি ঘুমাও, চাও চাও চাও,
দরদ্‌ কি কেও কুচ দিয়া লিয়া॥
হাম্‌তো ইয়ার, হাজের তেয়ার,
কাহে ফারাক রাখো, হুয়া হায়রাণ দেখো;
ময়তো কভি নেহি গুনাকিয়া॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

পিয়াসা ও স্বরসঙ্গিনীগণ

গীত।

কেমন ফুল প'রেছে মেদিনী।
তারার হারে তাইত সেজে, দেখ্‌তে এ'ল যামিনী॥
যামিনী মোহিনী বেশে, দেখে চাঁদ যায় ভেসে হেসে,
তাই মেদিনী মনমোহিনী, গরবে আমোদিনী!
রাখ্‌তে শশী, রাখ্‌তে নিশির মান,
অবলা পাখীর মুখে গান,
গানে গানে মিলিয়ে সমান, ঢাল্‌বো তান-তরঙ্গিণী॥

প্রস্থান।

সরল ও গহনের প্রবেশ।

স। দেখ্ দেখি,—হরিণ তাড়া ক'রে কি ফ্যাসাদ করলি!

গ। কি ফ্যাসাদরে?—এ মৃগয়া উপবন,—এত' আর জঙ্গল নয়!

স। হুঁ!—সেই বুক বেঁধে আছ! এঁচেছ বুঝি—বাদের বনে বাঘে খায় না। হালুম ক'রে ডেকে এসে, তোমার রাজারাজড়া মানবে না।

গ। হেথা বাঘ কোথারে পাগল!

স। বাঘের বাবা ওই হরিণ!

গ। হরিণ বাঘের বাবা কিরে?

স। তুমি মনে করেছ বুঝি সত্যি হরিণ! হরিণ সেজেছে! তবে আর ছাই গান কি শুন্‌লি!

গ। ওরা কে জানিস?

স। ওরা হরিণ সাজে!

গ। কি ছাই ব'ল্‌চিস্‌!

স। ওই যে বল্‌লুম তোমায়! গল্প শোন নি,—যে হরিণ সেজে, গহন বনে রাজপুত্রকে পেছু পেছু নিয়ে যায়। তার পর তাড়া করে গেলেই, একটা বাড়ীতে নিয়ে গে পোরে! তারপর আর কি!—

গ। তার পর কি?

স। তার পর সেথা থেকে কে ফেরে, যে বল্‌বে বল?

গ। দূর মূর্খ!

স। মূর্খ বই কি—আর একটু থাক! সূক্ষ্ম বুদ্ধি বেরুবে এখন! ওই আবার আস্‌ছে,—পালাই চ'! উঁহুঁ পালান হল না! যখন একবার চোখোচোখী করেছে, তখন পাক্‌ দিয়ে নাচাবে, তবে ছাড়্‌বে!

গ। আবার রইলি যে? চল্‌না পালিয়ে যাই!

স। তুমি পালাও,—আমার পা ভেরেছে!

গ। কোন দিকে গানটা হ'লো বল্‌ দেখি,—বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। সুন্দর বামা-কণ্ঠে গান!—চ' চ'—দেখিগে।

স। তোমার সখ থাকে চল, আমি নারাজ! হরিণ সেজে এসেছিল,—তারপর আস্‌মানে গেয়ে গেল।

গ। পাগ্‌লাম করিস্‌নে, আয় আয়, খুঁজে দেখিগে।

স। আর তোমায় খুঁজ্‌তে হবে না,—তারা আপ্‌নারাই খুঁজে আস্‌ছে।

দেলদার, ধারা, রেখা, নেসা, পিয়াসা এবং
স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

স্বর, স, গণ। ফুল আপ্‌নি গেঁথেছে মালা তোড়া করেছে।
মধুর অধর খুলে, মধুর হাসি ধরেছে॥
লতায় বাঁধা ফুলের থোবা, মৃদুল দোলায় বায়,
তার ফুলের সনে মাথামাথি ধীরে লাগে গায়;
যেন একতানে কি গান উঠেছে—
যেন একতানে গান উঠে হায়! মিলিয়ে যায় কোথায়!
রবে নীরবে এ গান,—শোনে যে সখে ভাসায় প্রাণ,

নে ও পি। মান অপমান মনের গুমোর হয়েছে
সখ করে যে সখের মালা পরেছে॥

দেলদার, ধারা, নেসা, পিয়াসা ও
স্বরসঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

গ। মরি মরি—কি সুন্দর! (প্রস্থান)

স। ওঃ—এট্টা আজ মরিয়া হয়েছে! আমার অত, বাড়া বাড়িতে কাজ নেই! এই খানেই থাকি—আড়াল থেকে দেখি! কিন্তু আমরে প্রাণটাও যেন মরিয়া মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ছে,—সাম্‌-

নেই পা টান্‌চে! (রেথার নিকটে আগমন)—এই যে, এ দিকেই! এবার হ্যাঁচ্‌কা টানে হুমড়ি খেয়ে প'ড়্‌ব দেখ্‌চি।

রে। তুমি আস্‌বে না?—চলনা,—সখের বাগানে যাই।

স। পালাব না কি? উঁহুঁ—সাধ্য কি! এক দম্ পা ভেরে দিয়েছে।

রে। ভাবছ কি?

স। তোমাদের মধ্যে ভাল হরিণ সাজে কে?

রে। হরিণ সাজে কি?

স। বলনা বলনা,—আর পালাবার ত' যো রাখ নি! এই যে হরিণটার পেছু পেছু আমরা এলুম?

রে। তবে সে আমি সেজেছিলুম।

স। আচ্ছা—আমায় ত' ডেকে নিয়ে যাচ্চ;—তার পর ত' ভেড়া করবে?

রে। হুঁ!

স। ক'টী করেছ?

রে। কত।

স। কোথায় রাখ?

রে। কেন—ভেড়ার গো'লে!

স। তুমি কাছে এস?

রে। রোজ—দুবেলা।

স। তবে ভেড়া ভেড়াই সই—চল।

রে। আমি ত' সব কথা বল্‌লুম; আচ্ছা তুমি বল—তোমাদের মধ্যে ভাল্লুক সাজে কে?

স। ভাল্লুক কি?

রে। বুনো ভাল্লুক—বুনো ভাল্লুক।

স। ওঃ—দম্‌বাজী হচ্চে—ঠাট্টা হচ্চে ?

রে। তুমি ভাল্লুক সাজ' না ?

স। না, তোমার দিব্যি না; আমি ও জানিই নি, ত
ভেড়া সাজাও ত' সাজ্‌বো।

রে। এ্যাঃ—তুমি মিছে কথা কও!.. সখের বাগানে যাও
তোমার কর্ম্ম নয়।

স। খুব কর্ম্ম—দেখ না!

রে। তোমায় নিয়ে যাবে কে বল ?

স। আর নিয়ে যাবে কে!—আমি আপ্‌নিই যাব।

রে। তবে তুমি যাও,—আমি যাব না,—আমি হেথ
থাক্‌ব'!

স। ওঃ—কি রস গো! তবে আমিই কেন যাব ? আমিং
হেথায় থাক্‌ব'!

রে। আমি হরিণ হয়ে পালাব'।

স। দেখ দেখ,—ওইটী করো না! তুমি বেজায় লাফ
মার—আমি ভাল দৌড়ুতে পারি না।

রে। আমি হরিণ হলুম বলে,—নইলে বল কে ভাল্লুক
সাজে ?

স। না বল্লে হরিণ হবে ?

রে। নিশ্চয়!

স। লাফ্‌ ঝাড়্‌বে ?

রে। তার আর কথা আছে!

স। তবে আমিই সাজি।

রে। কই—সাজো!

স। এখন ভেড়া হয়েছি,—ভাল্লুক সাজ্‌বো কি করে বল?

রে। কই ভেড়া হয়েছ—দিব্যি মানুষ আছ'!

স। ও মানুষও আছি,—ভেড়াও হয়েছি,—তা তুমি ভেবো না!

উভয়ের গীত।

রে। যদি বাঁধ্‌তে পারি, তবে বাঁধন পরি।
আল্‌গা বাঁধনে পাছে খুলে যায় ডুরি॥

স। তাই ডরি!

রে। নিয়ে নারীর ছল চাতুরী, বিনিয়েছি চিকণ ডুরি,
বুঝ্‌তে নারি—সে ডুরি সাধ করে পরি,—
দেখি দেখি পারি হারি—সাধ করে তো ধরি,
দিয়েছি ধর্‌তে ধরা—

স। মরি কি করি!

স। উঃ—পাক দিয়ে নাচালে! (রেখাঁর পলায়ন) পালিও না—পালিও না,—আমি ছুট্‌তে পারি না!—ও হরিণ সাজা পা!—ঝাঁকে ঝাঁক উধাও হ'ল!—আমায়ও সেরে গেল! এখন মেড়া হয়ে বনে চরি! ওগো, ওগো,—যদি কাছে থাক তো শোন; যদি ভাল্লুক সাজাবার সখ হয়ে থাকে, ত' সাজাও।—আমি নারাজ নই! না,—সে পালাল!

নেসার প্রবেশ।

নে। তুমি কে?

স। আর ঠিক ঠাওর পাচ্ছি নি,—তুমি বল্‌তে পার তো দেখ।

নে। সে কি!—তুমি কে ঠাওর পাচ্চ না?

স। তোমার জোরে ত' ঠাওর পাব না। তুমি খানিক এখানে থাক না,—তাহলে তুমিও ঠাওর পাবে না—তুমি কে?

নে। কেন?

স। কেন!—খানিক দাঁড়িয়ে থেকে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘোচাও না! সে এসে নয়না হান্‌লেই বুঝে নেবে! আচ্ছা, আমি না হয় ফেরে প'ড়ে এখানে এসে পড়েছি।—তুমি এখানে কেন?—তুমিও কি হরিণ তাড়া করেছিলে না কি?

নে। আমি ঠাওর পাচ্চি নে,—আমি অঘোরে আছি।

স। তবে—তোমারও বরাতের জোর বুঝে নিয়েছি! এস —দু'জনে বনে চরি।

নে। আমি হেতা থাক্‌বো না, চলে যাব।

স। আমিও যাব যাব কচ্চি,—যাবার যো কি? পথটী পানে চেয়ে আছি। বন্ধু,—প্রাণে মেরে গেল!

নে কে?

স। হরিণ আর কে? তোমার সে হুঁসও বুঝি নেই।

নে। না,—আমি বেহুঁস হয়ে আছি! আমি কে জান?

স। আর বেশী জান্‌তে হবে কেন? উল্লুক, ভাল্লুক, ভেড়া, মেড়া যা হয় একটা হবে!

নে। আমি নেসা।

স। এ আবার কি নূতন জানোয়ার!

নে। আমার নাম নেসা।

স। হুঁ হুঁ বুঝেছি!—আমি যেমন উল্লুক না ভাল্লুক!

নে। তবে তো তুমি ঠিক বুঝেছ!

স। তুমি হেথা ক'দ্দিন আছ ?

নে। এই বছর দুই !

স। ও তো মাঝে মাঝে আসে ?

নে। আসে,—আবার চলে যায়।

স। আচ্ছা—আমিও রয়ে গেলুম। দেখ দেখ, আর এক জানোয়ার ঘুর্‌চে !

দেলদারের প্রবেশ।

তুমি হেথা কদ্দিন ?

দে। আমি হেথা থাকি।

স। বল্‌তে পার—সে আর আস্‌বে কি ?

দে। যদি সখ হয় তো আস্‌বে।

স। তার তো খুব জানোয়ারের সখ !—আমাদের তিন তিন্‌টেকে ফেলে থাকবে কি ?

দে। সব সখের উপর কথা।

স। আচ্ছা—তোমায় কি সাজায় ?

দে। যা সখ হয়।

স। বলি, সখটা কিসের হয় শুনি ! এই আমি উল্লুক, ইনি গাধা,—

দে। আমি দেলদার !

স। আমি ভেবেছিলুম—কচ্ছপ !

দে। তা না হ'লে তুমি উল্লুক হবে কেন ?

স। আচ্ছা, তুমি কি বল্লে,—তুমি দাগা ষাঁড় না কি ?

দে। হুঁ।

স। তোমায় কি কর্‌তে হয়?

দে। চর্‌তে হয়।

স। সে তো আমাদেরও হচ্চে! আর কি কর্‌তে হয় বল?

দে। ফুলের মধু খেতে হয়।

স। না খেলেই নয়?

দে। না বেলকুল নয়।

স। কেন?

দে। সখ।

স। আচ্ছা—এ তো একটা! আর কি কর্‌তে হয়?

দে। পোয়াটাক চাঁদের সুধা খেতে হয়।

স। এ ও সখ?

দে। হ্যাঁ।

স। আর কি কর্‌তে হয়?

দে। মলয় হাওয়া ধর্‌তে হয়।

স। এও সখ?

দে। হ্যাঁ।

স। আর কি কর্‌তে হয়?

দে। দু' আঁজ্‌লা ফুলের রেণু মাখ্‌তে হয়।

স। এও কি সখ?

দে। হ্যাঁ। তোমায় কি কর্‌তে হয়?

স। ঠিক জানি না! বোধ হয় ডাল ধরে ঝুল্‌তে হয়, আর উকু উকু কর্‌তে হয়।

দে। তোমারও কি সখ?

স। না,—এ—প্যাঁচে পড়ে!

দে। আচ্ছা, তুমি তারে দেখ্‌তে চাও ?

স। তুমি দেখ্‌তে চাও, না শুন্‌তে চাও ?

দে। এ সখ, না প্যাঁচে পড়ে ?

স। এ সখও বটে, প্যাঁচে পড়েও বটে !

স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

দেশ। এসো না আমোদ জান না,—
মন টানে কেন মনের কথা মান না ?
খোলা মন খোলা কথা কয়,
শুন্‌লে কথা বুঝ্‌বে তখন মিছে কথা নয় !

স্বর-স-গণ। যে মজ্‌তে করে ভয়,
পদ্ম ফেলে মজ্‌তে পাঁকে হয়,—
প্রাণে যদি বাঁক থাকে বুঝিয়ে আন না।
আমোদের টানে টানে প্রাণকে টান না॥

[নেসা ও পিয়াসা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পি। দুনিয়ায় কি দেখ্‌লে ?

নে। দেখ্‌লুম বটে, কিন্তু কিছু বুঝ্‌লুম না।

পি। যেন বুঝি বুঝি মনে হয়, আবার যেন গুলিয়ে যায় !

নে। কিছু কি বুঝেছ ?

পি। যেন মনে হয়,—এতদিন কিছু বুঝি নি।

নে। ঠিক। শেষ দেখে যাব, কি হয় !

পি। আমিও তাই মনে ক'রেছি।

গীত।

পি। মনে যার নাইকো অভিমান,—
সে কেবল রাখ্‌তে পারে এ বাগানের মান।
সখে গড়া সখের বাগান—সখে মিলে প্রাণ॥

নে। সখের নেসা,

পি। সখের পিয়াসা,

নে। সখ থাকে তো নেসা ছোটে,

পি। সখ থাকে ত পিয়াস মেটে,

উভয়ে। দুনিয়ায় সখ করে যায়,—ধর্‌লে সখের টান।

দেলদার স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

দেল-স্বর-স-গণ। যার সখ থাকে,—তার দুনিয়া সখের—
যোচে মনের কান,—
বুকের উপর বয়ে যায় সমান॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপবন।

ধারা ও গহন।

গীত।

ধা। কি যেন মনের মতন নয়।
কে জানে কি যেন হ'লে মনের মতন হয়॥
ধারা কেন আসে চোখে, এ কি তুফান খেলে বুকে,
ঘন শ্বাস বহে কেন কে জানে কি অসুখে!
কাটে দিন সুখে কি দুখে,—
নিয়ত কি বারি যাচে পিয়াসী হৃদয়॥

(স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।)

গীত।

ওলো সাম্‌নে বারি পিয়াস মেটা না!
এ বারি যায়নে কেনা, দিয়ে আপনি কেনা,
ছেড়ে মনের দোটানা!
পিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে, কেনা দিয়ে কেন্‌না তবে,
বোঝনা চায় কি হৃদয়—চাবে কি তবে!
পিয়াসায় লাজ কি বাধে, জল সাধে কি পিয়াস সাধে,
এ জলে গা ঢেলে দে' গরম টোটা না।

ধা। কি দেখ্‌ছ?

গ। তোমায় দেখ্‌চি।

ধা। আমায় কি দেখ্‌ছ'?

গ। এমন কখনো দেখিনি,—কি দেখ্‌ছি,—কেমন করে বল্‌বো?

ধা। তুমি গান গাইতে জান?

গ। জানতুম—অনেক জিনিস জানি,—এখন দেখ্‌ছি কিছুই জানি না।

ধা। তুমি কি বল্‌ছ'?

গ। জান্‌তুম,—লোক শাসন করতে হয়, লোকপালন করতে হয়,—যুদ্ধ করতে হয়,—মৃগয়া করতে হয়,—সকলের উপর আধিপত্য করতে হয়। আজ জান্‌লেম,—পূজা করতে হয়—দাস হ'তে হয়!

ধা। সত্য,—আমারও মনে হচ্ছে,—পূজা করতে হয়—দাসী হ'তে হয়!

গ। ব'লো না—তুমি পূজা কর্‌বে—তুমি দাসী হবে? আমার অন্তরে বাজে! আমি কি তোমায় কোথাও দেখেছি?

ধা। মনে হয় না,—কি জানি!—তুমি জান কি?

গ। আমারও মনে হয় না,—কি জানি! যেন দেখেছি! না,—তা'হলে পূজা শিখ্‌তেম,—আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'ত!—অন্তর বিনত হ'ত!—কারো মনে ব্যথা দিতে পার্‌তেম না!

ধা। দেখা হয় নি তবে!

গ। তুমি কি এই উপবনেই থাক?

ধা। হ্যাঁ,—মা আমাকে দেলদারের কাছে থাক্‌তে বলেছেন—হেতায় আমোদে থাক্‌বো বলে।—আমোদেই থাকি—কে জানে কেমন থাকি!

গ। তুমি আপনি জান না?

ধা। না,—তুমি জান—তুমি কেমন আছ?

গ। সত্য—না।—আমি কোথায় আছি—আমি কেমন আছি—আমি কি হয়েছি—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না!

ধা। এখন বুঝেছ'—এ কেমন, কিছু বোঝা যায় না। কি ছিলুম কি হয়েছি—কিছুই যেন মনে হয় না।

গ। তুমি কি কুমারী?

ধা। হ্যাঁ—আমার মনের মত বর হ'লে, বে হবে।

গ। কেউ কি তোমার মনের মত হয় না?

ধা। কি করে জান্‌বো বল? কি হ'লে মনের মত হয়,—তা তো কেউ আমায় বলে দেয় নি! মনের মত কেমন—তা ত' কখনো জানি না!—কি করে' ব'ল্‌বো বল?—তুমি তোমার মনের মত কি জান?

গ। সকলই মনের মত দেখ্‌ছি।

ধা। তোমার কেমন হয়েছে!— আমার মন কেমন কচ্চে— আমি চল্লুম। আমার মনের মত হয় নি,—হবে কিনা জানি না।—কি বল্লে? সবই তোমার মনের মতন? আমি বুঝ্‌লুম, তোমার মনের মত কিছুই নয়। মনের মত কি, জানি না,—কিন্তু তোমার কথায় মনে হলো যে,—মনের মত একটা হয়।—কিন্তু তোমার যখন সবই মনের মত, তখন আমার মনে হচ্চে,—এখানে তোমার কিছুই মনের মতন নয়!

(প্রস্থান।)

গ। একি মোহিনীতে আচ্ছন্ন হলেম! একি সত্যই কোন কুহক! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় চলে গেল! বনদেবীরা কি এইরূপ খেলা করেন? সুন্দর—সুন্দর বস্তুই বটে!

এতদিন কিছু দেখিনি সুন্দর,—সুন্দরী দেখিনি তাই;
সুন্দর সুন্দর, অতি মনোহর,—সুন্দরে মিলা'য়ে যাই!
সুন্দর এ বন, তরু লতাগণ,—সুন্দর পাখীর গান,
সুন্দর সুন্দর, খেলে শশীকর,—সুন্দর ফুল বয়ান।
সুন্দর যামিনী, সুন্দর মেদিনী, অখিল সুন্দর চলে,—
সুন্দর নয়নে, সুন্দর নেহারি, সুন্দরী হেরিছে ব'লে।
এই ত' কুসুম, এই উপবন,—এম্‌নি চাঁদিনী রাতি,—
গাহিয়াছে কত, বিহগ-বিহগী,—কাননে আমোদে মাতি।
ছিল না নয়ন, ছিল না শ্রবণ, দেখিনি শুনিনি আগে,
সুন্দর নয়ন, সুন্দর শ্রবণ, সুন্দর হৃদয়ে জাগে।

নেসা, পিয়াসা ও দেলদারের প্রবেশ।

গীত।

নে, পি, দে। ছোটে না মেটে না ঘোর তর তর তর।
তর্ তর্ তর্ তর্ তর্ তর্ চলে,
কত খেলে হেলে দুলে,—
নেসা পুরা পুরা, নেসা ভরা ভরা, গর গর গর ॥
ভুর ভুর গুর গুর ভোরপুর,
টল টল, ঢল ঢল ঝিমিকি ঝিমিকি চলে,
মানা মানে না, মজে তো বোঝে না,
চল চল নেসা স্রোতে বহে জোর
গমকে দমকে দর দর দর ॥

পিয়াসা। পিয়াস নেসা সমান,
বুঝ্‌লে বুঝি মজে' বুঝি প্রাণ,
পিয়াসে আন্‌চান, প্রাণ আন্‌চান,
তেম্‌নি ঘোর তেম্‌নি জোর—

নে, পি, দে। ধীরে ধীরে ধীরে জোর—পর পর পর ॥

গ। এরা কা'রা? এদের জিজ্ঞাসা করি,—তারা কোথায় গেল? আপনারা বল্‌তে পারেন—যুবতীরা কোথায় গেল?

দে। পারি।

গ। কোথায় গেল?

দে। বল্‌বো না।

গ। কেন?

দে। সখ।

গ। বলুন না ম'শায়?

দে। আচ্ছা তুমি,—আমি যা জিজ্ঞাসা করি—বল’?

গ। জিজ্ঞাসা করুন।

দে। তোমার নাম কি?

গ। গহন।

দে। এমন সৃষ্টি ছাড়া নামও তো শুনি নি।

গ। আমার গহন বনে জন্ম হয়,—সেই কারণ আমার নাম গহন।

দে। তোমার বে হয়েছে?

গ। না।

দে। তোমার সঙ্গে যে আর একটী ছিল,—সে কে?

গ। সে আমার বন্ধু, তার নাম সরল।

দে। তুমি কে?

গ। ওইটি মার্জ্জনা করুন।

দে। আচ্ছা।

গ। বলুন—তা’রা কোথা’ গেল’?

দে। ওইটি মার্জ্জনা করুন।

গ। সে কি ম’শায়, আমি এত কথা বল্‌লুম!

দে। আপনিও জিজ্ঞাসা করুন, আমি আপনার ডবল কথা বল্‌ছি।

গ। আপনি পরিহাস কচ্চেন?

দে। হ্যাঁ।

গ। আপনার সঙ্গে তো পরিচয় নেই,—আপনি পরিহাস কচ্চেন কেন?

দে। সথ! আর পরিচয়ও তো হলো।

গ। আপ্‌নি বল্‌বেন না?

দে। না।

গ। তুমি তো বড় খারাপ লোক হে!

দে। হ্যাঁ।

গ। পাগল না কি?

দে। হ্যাঁ।

গ। আচ্ছা, তা'রা কোথা' জান?

দে। জানি।

গ। কিন্তু বল্‌বে না?

দে। না। কেন জান? সখ।

গ। তোমার এ নচ্ছার সখ!

দে। হ্যাঁ।

গ। খালি, "হ্যাঁ—হ্যাঁই" কচ্চ যে?

দে। হ্যাঁ।

গ। তুমি সাদা কথা কইতে জান না?

দে। না,—কেন জান? সখ।

গ। আচ্ছা তুমি কে?

দে। আমি।

গ। সে তো তুমিও আমি,—আমিও আমি! তোমার কিছু পরিচয় নেই?

দে। তোমার কিছু পরিচয় নেই?

গ। আছে।। তোমায় পরিচয় দেবো কেন?

দে। ওই টুকু বুঝ্‌লেই হয়,—আমিই বা তোমায় পরিচয় দেবো কেন?

গ। এ কে ? কে হে—কে তুমি ?

নে,পি,দে। চুপ !

গ। কেন ?

নে,পি,দে। চুপ !

দে। চুপ কর, আমি শুন্‌তে পাই নি।

গ। কেন!—তুমি তো দিব্যি শুন্‌তে পাও।

নে,পি,দে। চুপ !

দে। চুপ !—আমি কথা কইতে পারি নে।

গ। তুমি কে হে ? এই দিব্যি কথা কচ্চ !—কথাটা শোনই না।—তুমি যেন শুন্‌তেই—পাও না, কথা কইতে পার না ?

নে,পি,দে। চুপ !

দে। চুপ !—না।

গ। খালি, "চুপ—চুপ"ছাই কচ্চ কেন ?

দে। সখ !

গ। এখানে তোমার এ সখ ধর্‌লো কেন ?

নে,পি,দে। চুপ !

গ। আবার চুপ কেন ? অনেক তো হলে !

দে। আমি রেগেচি।

গ। বেশ করেচ,—খুব করেছ !—রেগে দু'টো কথা কও।

দে। দেখ্‌চো না,—পায়চারি কর্‌চি,—এখন কথার সময় নয়।

গ। রেগেচ' কেন ?

দে। খুব রেগেচি !

গ। আচ্ছা—রাগ, বাপু রাগ !

নে,পি,দে। চুপ!

গ। আবার চুপ কেন বাপু?—আমি তো চলে যাচ্চি।

দে। যেতে পাবে না। উঁহু—কিছুতেই নয়!

গ। তোরা কে রে?—এমনটা কচ্চিস্ কেন?

নে,পি,দে। চুপ!

গ। বনের বানর আর কি!

দে। বনের গাড়ল আর কি!

গ। কি বল্লি?

দে। তুমি সব সুন্দর দেখ, কারো মনে ব্যথা দিতে পার না,—আমাকে কেমন সুন্দর দেখ্‌চো?

গ। ম'শায়,—মার্জ্জনা করুন।—আমি বর্ব্বর!

দে। আপ্‌নি রাজকুমার।

গ। আপ্‌নি আমায় চিনেছেন,—কিন্তু আর সে গৌরব আমার নেই।

দে। চিনেছি বই কি? গহন বনে জন্মেছিলেন বলে, আপনার নাম গহন। আপ্‌নার মাতৃ-বিয়োগে, বাপ প্রতিপালন ক'রেছেন,—কঠোর শিক্ষায় ভাব্‌তেন—সুন্দর আবার কি?

গ। আপ্‌নি সবই জানেন!—কিন্তু আর কেন সে কথা! আমি এ বাগানের মালীর পদ, আমার রাজপদের সহিত বিনিময় কর্‌তে এখনই প্রস্তুত। এ সুন্দর বাগানে আমি সুন্দরী দেখেছি, দেখে—সুন্দর-সাগরে ভেসেছি!

দে। কি, তুমি মালী হ'তে চাও?

গ। আমি তো বল্লেম।

দে। তা হক্ না—বাধা কি?

গ। আপ্‌নি কে?

দে। আমি দেলদার।

গ। সত্যই বটে—নইলে এ বাগানে থাকেন!—আপ্‌নিই কি ওই সুন্দরীর রক্ষক?

দে। আমি দেলদার,—আর আমার কিছুই পরিচয় নেই!

গ। আপনি আর একবার আমায় দেখাবেন?

দে। যদি তুমি তোমার পণ রাখ। এ সখের বাগান, তুমি সখ করে পণ করেছ'—মালী হবে। এখন তুমি মালী। এখন আর অন্য পরিচয় নেই।—এ যদি মনে রাখ, তবে আমার সঙ্গে এস।

গ। মালী হ'লে, তারে দেখ্‌তে পাব?

দে। প্রাণ ভোরে! সে ফুল ভালবাসে, তারে ফুল যুগিও। এস, আমার সঙ্গে এস।

স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

ভুল সমজে চল, ফুলের যোগান দেওয়া ভার।
পারে, মন বুঝে ফুল যোগান দিতে, যে জন হুঁসিয়ার॥
তুল্‌লে ফুল দরদ ক'রে, তবে যোগান মনে ধরে,
আদরের ফুল না হ'লে, একে হবে আর!
বুঝে মন চেয়ে বদন, তারি যোগান মনের মতন,
যে জানে যোগান এমন কদর ভারি তার॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান

ধারা ও রেখা।

গীত।

ধা, রে। এ কিলো বুঝ্‌তে নারি সই,—
হ'য়েছি কেমন কেমন তেমন যেন নই!
কে যেন কাছে থাকে, কে যেন সদাই ডাকে,
কি কথা লুকিয়ে রাখে, মন বলে—সই কই?
শরমে বুঝ্‌তে নারে, ফুল দেখে আর দেখে কারে,—
পাখীর স্বরে বারে বারে, চায়লো ফিরে ওই!
কিরণে ছবি আঁকে, বুকে ছবি লুকিয়ে রাখে,
চমকে ছুঁলে মলয়, জ্বালায় সারা হই!

ধা। ছিঃ ছিঃ একি একি, যত ভুলে থাকি, ততই ভুলিতে নারি,
না জানি নয়ন, হয়েছে কেমন, বদন নেহারি তা'রি!
পূরে না ত' সাধ, হেরিয়ে বিষাদ, বিষাদ যতন করি,
একি সাধে বাদ, বিষাদের সাধ, সাধে সাধ হৃদে ধরি!
ছিলনা যাতনা, ছিলনা বাসনা, বিবসে বাসনা চলে,
ফিরাইতে চাই, পাছু পাছু যাই, ভাসিয়ে নয়ন জলে!
কি হয় কি হয়, সদা মনে ভয়, মন বোঝে কেউ পাছে
আভাসে বুঝিয়ে, মরমে মজিয়ে, শরমে ডুবিয়া আছে!

একি নব রসে, থাকিতে স্ববশে, পরবশ মন চায়,
মনের মতন, হয় কি আপন, মন মনোমত চায়!

রে। অত, কে থতায় বল?
মন যদি চায় সঙ্গে চল'।
যেতে সই ভয় যদি হয়,
এমন ত' নয়,—না গেলে নয়।
মন চেয়েছে, দেখি কেমন!
ফির্‌বো, না হয় মনের মতন।
যা হয় হবে, নি, তো থেলে,
মনের স্রোতে দি গা, ঢেলে!
মন বশে নয়, দেয় না ধরা,
তোলাপাড়া মিছে করা!

গীত।

ধা। মনের মতন চিনেছে ত' মন।
না জানি স্বজনি তারি হবকি মনের মতন॥
আমি তো তারে নেহারি, ভুবন রহি পাশরি,
অবশে বুঝিতে নারি, মনের মতন তারি কেমন!
যতন মাখা বদনে, সবারে তার ধরে মনে,
আমি তার হব কেমনে, সর্ব্বস্ব ধন সে যেমন!

গহনের প্রবেশ।

। আমার সহিত, সবই বিপরীত, পাষাণ কোমল কলি!
পাষাণে সলিল, নাহি বহে তিল, মধু আশে আসে অলি।
ভয়ে কুরঙ্গিনী, গহন বাসিনী, বালার সঙ্গিনী বনে,
পাইয়ে তরাস, পাখী ছাড়ে বাস, পাখী ফেরে এর সনে!

আমার বয়ান, হেরে কাঁপে প্রাণ, এরে হেরে প্রাণ ফোটে,
কোমল কঠিনে, মিলিবে কেমনে, তবে কেন মন ছোটে!

আমার মনে হচ্ছিল, তোমায় একটী জিনিস দেখাব। তুমি দেখ্‌বে?

ধা। চলনা,—দেখ্‌বো না কেন?

গ। আমি একটী গাছ পুঁতেছি।

ধা। বেশ ত'—বেশ ত', আমি গাছ দেখ্‌তে বড় ভালবাসি। তুমি যখন পুঁতেছ, বোধ হয় অতি সুন্দর গাছ!

গ। না,—কাঁটা গাছ।

ধা। কাঁটা গাছে ত' গোলাপ ফোটে।

গ। ফোটে।—কিন্তু আমি এ কাঁটা গাছে ফুল ফোটাতে জানি না। যদি তুমি ফুল ফোটাও ত' ফোটে।

ধা। ফুল ত' আপ্‌নি ফোটে, আমি ত' ফুল ফোটাতে জানি না!

গ। জান—না জান, আমার বোধ হয়, তুমি মনে কর্‌লেই ফুল ফোটাও।

ধা। তুমি কেন এমন মনে কর?

গ। শুনেচ কি—আমার গহন বনে জন্ম? আমি জন্ম-স্থান দেখ্‌তে গিয়েছিলেম। দেখ্‌লেম—অতি গহন বন! সেখানে প্রকৃতির ছবি, আমার মনের ছবির সহিত তুলনা হয় মাত্র। কণ্টকময়, হিংস্রক জন্তুর কোলাহল, আমার জন্মস্থানের উপযুক্ত! সেই কঠোর বনে আমি মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত, পুরুষের কঠোর কোলে পালিত, পুরুষের কঠোর দীক্ষায় দীক্ষিত! কা'রো রোদন দেখ্‌লে আমার ঘৃণার উদ্রেক হ'ত! ভাব্‌তেম্, মানুষে কাঁদে

ক ক'রে ? ঘৃণা হয় না! এত কি দুঃখ সংসারে আছে যে, পীড়ন ক'রে চক্ষে জল আনে? রণস্থলে উত্তপ্ত বালু-শয্যায় পড়ে দেখেছি—চক্ষে জল আসে নাই, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে চক্ষে জল আসে নাই, অন্নাভাবে লুকাইত-ভ্রমণে চক্ষে জল আসে নাই, বন্দী-অবস্থায় চক্ষে জল আসে নাই! আজ আমি কি ভাবে আছি—জানি না,—কেন আমার চক্ষে জল আস্‌ছে! এমন আমি কেন হয়েছি? আশা করে, কণ্টক বৃক্ষে ফুল ফুট্‌বে ভাবচি।—এ আশায় কি নিরাশ হব'?

ধা। আমি জানি না—তুমি কি বল্‌চ'?—তুমি আপ্‌নাকে কঠিন বলে, পরিচয় দিলে,—শুন্‌লুম—বিশ্বাস কর্‌লুম! কিন্তু মন বুঝ্‌লো না! তোমার কমল-নয়নে প্রসন্ন চাহনি,—তোমার প্রফুল্ল বদনে প্রসন্ন হাসি,—তোমার প্রশান্ত বক্ষে যে প্রসন্ন কমল প্রস্ফুটিত হয় নাই,—এ আমার মন বোঝে না! মন, তোমায় মনের মত দেখেছে,—আর কঠিন কেমন ক'রে ভাববে! চল, দেখ্‌বে—তোমার কাঁটা গাছে আপ্‌নিই ফুল ফুটেছে! তোমার হাতে যেমন ফুল ফুট্‌বে, আর কারও হাতে তেমন ফুট্‌বে না,—তোমায় দেখে আমার ত' মনে এই হয়! মন ত' দেখ্‌ছে, আমার হৃদ্-পদ্ম তোমায় দেখেই ফুটেছে!

গ। কি—কি—কি ?

ধা। চল,—তোমার কাঁটা গাছ দেখিগে!

[উভয়ের প্রস্থান।

সরলের প্রবেশ।

রে। এই যে আস্‌ছে!

স। দেখ, আমি এসেছি; তোমায় দেখ্‌তে এসেছি ফিরে চে'য়ে কথা কও না?

রে। কে তুমি?

স। সেই যে আলাপ হ'ল!

রে। তুমি কেমন মানুষ? আমি একা মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছি, তুমি কি না বল্‌ছ, 'কথা কও না,—ফিরে চাও না,— আলাপ হয়েছে!'

স। আমি কি আর মিছে কথা বল্‌চি,—তুমি একবার ফিরেই দেখ না!

রে। কে তুমি?

স। আরে সেই যে,—ভেড়া কর্‌তে চেয়েছিলে?

রে। যাও যাও,—মিছে ব'কো না!

স। আচ্ছা, তুমি কি সত্যি সত্যিই ভুলে গেলে?

রে। নিশ্চয়!

স। তোমার এ কি রকম ভুল?

রে। ভুলেছি,—তার আর কি করব' বল?

স। তা আর কি কর্‌বে?—ফের আলাপ কর!

রে। কেন,—তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বো না।

স। এই ত আলাপ কর্‌চ,'—ঝঙ্কার না দিয়ে, একটু মিষ্টি করে বল না?

রে। তুমি যদি না চ'লে যাও, আমি হেতা থাক্‌বো না।

স। তা যাও না।—আমি বুঝে নি'ছি—তুমি হরিণ নও! আমি পেছনে পেছনে দৌড়ে যেতে পার্‌বো।

রে। তুমি পাগল না কি?

স। সে এক রকম হয়ে গে'ছি!

রে। আচ্ছা, তুমি যাবে বল্‌লে,—যাও না কেন?

স। আচ্ছা, তোমার হাত ধরি,—তুমি যাও দেখি?

রে। আমি ত' আর তোমার হাত ধরিনি!

স। হাত ধরনি,—আঁত ধরেছ! দেখচ' না, দূর দূর করচ,'—এক পা সর্‌তে পাচ্চি নে!

রে। আচ্ছা, তুমি আমার কাছে এসেছ' কেন?

স। আমি জানি না, তুমি সেটা বলে দাও।

রে। আমায় তুমি কখন দেখনি,—আমিও তোমায় কখন' দেখিনি। দেখা হলো—হ'ল! তারপর আমিও চলে এলুম, তুমিও চলে যেতে পারতে!

স। আমিও তো চলে এসেছি।

রে। তোমার কি বাড়ী ঘর দোর কিছু নেই?

স। সে তুমি ভাসিয়ে দে'ছ!

রে। ছিঃ, আমি কি করলুম বল?

স। সে বল আর না বল,—মনে বুঝে দেখ! তুমি ঝঙ্কারই কর, চিন্‌তেই না পার, আর সত্যিই যদি হরিণ হ'য়ে লাফ্ ছেড়ে পালাও,—আমার মন ছেড়ে যেতে পাচ্চ না! এখন তুমি থাক আর যাও, অত ভাবি না। আমি ত' সঙ্গে থাক্‌ব', তা' হলেই হ'ল!

রে। আমি তোমায় সঙ্গে রাখ্‌বো কেন?

স। হুঁ রাখ্‌বে! আমার মন বুঝেছে—রাখ্‌বে! তুমি যে ভুল্‌বে, এ কথা ভুলেও আমার মনে আস্‌ছে না। কায়-মনোবাক্যে যে তোমাকে দেখ্‌তে চায়,—তাকে তুমি কেমন করে

ভুলবে ? আমি, মানুষ হয়ে যে বোধ ছিল না,—তোমার উল্লুক হয়ে আমার সে বোধ হয়েছে ! আমি আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরিছি,—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ! তুমি যেতে চাচ্ছিলে যাও,—আমি আর ভাবিনি !

রে। আচ্ছা আমি যদি না যাই ?

স। তারপর—

রে। আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি ?

স। তারপর—

রে। আমি যদি তোমায় দেখ্‌তে ভালবাসি ?

স। তারপর—

রে। "তারপর কি"—তুমি বল না ?

স। তুমি বেশ গুছিয়ে বল্লে বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পার্‌বে না।

রে। কেন ? তুমিও ত' আমার সঙ্গে থাক্‌তে চাও, দেখ্‌তে চাও—এই !

স। চেপে যাও—চেপে যাও ! আমি যদি কি চাই, তোমায় বলি—শুন্‌তে শুন্‌তে তুমি বেজার হবে ; কিন্তু আমার, আজীবন বল্লেও ফুরোবে না ! তুমি জান না,—মনের কথা শোন' নি,—মন যে কি চায়, তা বল্‌তে পার্‌বে না !

রে। আর আমি যদি মনের কথা শুনে থাকি !

স। ঠিক শোননি, ধোঁকায় আছ ! ঠিক শুন্‌লে আমার মত সরল হ'তে !—সরল চাহনিতে আমার সঙ্গে সরল কথা কইতে !

রে। সরল না হ'য়ে বেহায়া হতেম ! যেচে যেচে—তোমার কাছে যেতেম !

স। ওইটী বোঝ'নি! আমি কি তোমাকে যাচ্‌তে দিতেম্! যদি যাচ্‌তে দিতেম, তা'হলে যেচে আস্‌ব' কেন? তোমায় পাই আর না পাই, আমি চিরদিনই তোমার কাছে থাক্‌বো।

রে। তবে, তোমার কাছে থাক্‌বো না!

স। যাও না,—আমি ত' তোমাকে মানা করি নি!

(পশ্চাৎ গমন।)

রে। তুমি কোথায় আস্‌চ'?

স। মানা কর—সঙ্গে যাব না,—আমি আর এক দিকে যাচ্চি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দেলদার, পিয়াসা, নেসা ও স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

সোহাগের ধার তো ধারে না।
ফিরিয়ে দিলে ফিরে গেলে ধর্‌তে পারে না॥
ফির্‌তে জানেনা পাছে, ফিরিয়ে দিলে যায় না কাছে,
মন বুঝে যে চলে না—তার রীত তো সারে না।
যে মনে জোর করে না, জোর বিনে সে মন হরে না,
যে জোর করে তায় প্রাণ দিতে তো নারী হারে না॥

[স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

পি। কি দেখ্‌লে?

নে। এত দূর তোমায় আমায়, অপ্সর-লোকে দেখেছি। মনের গরল চাল্‌লে এখনি আগুণ জ্বল্‌বে!

দে। সরল প্রাণে জ্বল্‌বে না।

পি। জ্বলে না জ্বলে,—আমিও বিষ ঢেলে দেখ্‌বো।

দে। বিষ ঢাল—তোমারই বিষ থাক্‌বে না,—এ সখের বাগানে একটী পাতাও শুকোবে না!

নে। কিসে জান্‌লে?

দে। বিষ ঢেলে অমৃত পাবে,—আর ত' বিষ থাক্‌বে না!

পি। তোমার ত' সবই ছেঁদো কথা!

দে। ঘট্‌কালিতে একটু ছেঁদো কথা চাই বই কি!

পি। ঘটকালি ক'রে আমার বর জোটাচ্চ না কি?

দে। হ্যাঁ।

পি। আর ওঁর ক'নে?

দে। তাও জুটিয়েছি।

পি। (নেসার প্রতি) তবে তোমার বরাত ফিরেচে—তোমারও ক'নে জুট্‌বে!

নে। তোমার কি মনে হ'চ্চে—জুট্‌বে না? তোমার যদি বর মেলে, আমারও ক'নে মিল্‌বে। এক যাত্রায় পৃথক ফল তো হবে না!

পি। তা কি জানি!

নে। তুমি জান আর না জান,—আমি একটু একটু জান্‌চি!

পি। কি আমার বর জুট্‌বে—না তোমার ক'নে জুট্‌বে?

দে। দুই-ই,—আমার ঘটকালি তুমি কতক বুঝেছ।

নে। উনিও কি বোঝেন নি।

পি। আমি অমন আধাআধি বুঝি না!

নে। তা বুঝ্‌বে কেন?—বুঝ্‌লে যে পিয়াসা মিট্‌বে!—তুমি জবাব দিলে না—আমারও নেসা ছুট্‌বে!

পি। আমি এমন তোমার মত মিছে কথা বলি না।

নে। এই যে বল্‌চ'?

পি। চল—চল, দেখ্‌বে না বক্‌বে!

নে। দেখ্‌তেই তো এসেছি,—কিন্তু তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি—বক্‌ব'! তোমায় দেখে কেমন চুপ করে থাক্‌তে পারি নি!

পি। তোমার তো খালি ঠেসের কথা!

নে। না,—আর আমার ঠেসের কথা নেই,—সাদা কথা

দে। কেমন ঘটকালি দেখেছ'?—শাদা কথা বল্‌তে শিখেছ'! (পিয়াসার প্রতি) তুমিও শিখেছ',—বল্‌চ' না!

পি। বাঃ—বাঃ, তুমি বেশ ঘটক!

দে। তোমার বাহবা নিলেম,—মাথায় ক'রে রাখ্‌লেম।

নে। কি বল,—আমিও বাহবা দেব?

পি। সে তুমি জান',—আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন?

নে। তুমি যা বল্‌বে,—তাই কর্‌বো।

পি। আগে এস,—বিষ ঢেলে দেখি!

নে। আমার আর বড় সখ নেই। তা' তুমি বল্‌চ' তোমার কথা শুন্‌বো।

পি। বড় আত্মি-সো' হয়েছ যে!

নে। সত্যি,—হয়েছি।

দে। বিষ ফুরিয়ে এসেছে। আর যে টুকু আছে, ঢেলে দেখ না,—তা'হলেই আর বিষ থাক্‌বে না!

পি। আচ্ছা দেখি।

দে। বিষ ঢেলে যদি সুধা না পাও,—আমিও দেলদারি কাজ আর কর্‌ব' না।

[দেলদারের প্রস্থান।

নে। বিষ ঢাল্‌তে বল্‌চ' বটে, কিন্তু দেখ্‌চি—আমার আর তেমন বিষ নেই।

পি। নেই আবার!—তবে আর কার ভরসায় বিষ ঢাল্‌তে যাচ্চি। আমি যত পারি আর না পারি', তোমার বিষেই জ্বলে যাবে।

নে। সত্যি—আর তোমার বিষ নেই?

পি। আমার তো বিষ কোন কালেই নেই,—তোমার বিষেই জ্বলি!

নে। আচ্ছা—আর কি আমার বিষ আছে?

পি। একেবারেই ছেড়েছ? তুমি যে একেবারেই বিষ ছাড়্‌তে পার্‌বে,—এমন তো আমার মনে হয় না।

নে। মনে কর' না—বিষ ছেড়েছি।

পি। দেখ, জ্বলে জ্বলে এক রকম ঠাণ্ডা হয়ে আছি:—আবার যদি মনে ক'রে নূতন জ্বালায় জ্বলি।

নে। তা আর জ্বল্‌বে না। আমার তো আর জ্বলন নেই,—তা তোমায় জ্বালাব কি করে?

পি। তুমি জ্বালাও কি করে—আমি কি করে বল্‌বো? কিন্তু আমার আর জ্বল্‌তে সাধ নেই!

নে। আমারই কি আছে?

পি। সে বল্‌ব' এখন। এখন দেখিগে চল।

নে। তুমি যাও, আমার এইখানেই কাজ!—দেখ্‌ছ' না কে আস্‌চে?

[পিয়াসার প্রস্থান।

সরলের প্রবেশ।

কিহে কেমন আছ?

স। ঠিক জানি নি।

নে। তুমি সত্যই বলেছ। আমি তোমার সঙ্গে তখন পরিহাস কচ্চিলেম, কিন্তু তুমি ঠিক বুঝেছ,—মেয়ে মানুষে জানোয়ার করে বটে!

স। কিন্তু তুমি এইটুকু বোঝ নেই,—যদি কেউ মানুষ হয়,—তা সেই জানোয়ার হয়েই মানুষ হয়।

নে। তুমি কি উল্লুক হয়ে মানুষ হয়েছ?

স। হ্যাঁ। তুমিও যদি ওম্‌নি উল্লুক হ'তে,—তুমিও মানুষ হতে!

নে। তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার মত আমি হয়েছিলুম, কিন্তু বিষের জ্বালায় আজীবন জ্বলে মলুম! আমিও ভালবেসেছি, কিন্তু বুঝেছি যে,—সাপকে ভালবাসা ভাল, তবু মেয়ে মানুষকে নয়।

স। কোথায় কি গোল বাধিয়েছিলে আর কি, তাই জ্বলচ'!

নে। আমি তারে দেখ্‌বার জন্য দিবানিশি ঘুরতুম! দেখাও দিত,—আমি পদানত হলেও কখনো একটী মিষ্টি কথা বল্‌ত' না,—আমায় ঝঙ্কার দিয়ে চলে' যেত!—মনে হলে সে জ্বালা এখনো জ্বলে ওঠে!

স। ছিঃ ছিঃ—তুমি জ্বল্‌লে কেন? ঝঙ্কার দিলে ব'লে সে কি পর হল'?—আমার ত' ঝঙ্কার বড় মিষ্টি লাগে! যদি ঝঙ্কার না দিয়ে চলে যাবে,—তা'হলে আমি তার পায়ে ফির্‌বো কেন? পায়ে পায়ে ফেরবার্ কি সুখ,—তা তুমি জান না!

নে। কত ফিরেছি—তোমায় কত বল্‌ব'! আর কিছু কি প্রাণ চায় না? থালি কি পায়েই ফির্‌বো?

স। আচ্ছা, তোমার সব কথা গুলো শুনি।—তুমি এক জনকে ভালবাস্‌তে,—তার পায়ে পায়ে ফির্‌তে। সে ঝঙ্কার দিত'—তুমি কি কর্‌তে?

নে। ফিরে চলে আস্‌তুম—আবার যেতুম!

স। চলে আস্‌তে?

নে। সে ঘৃণা কর্‌ত,'—তাচ্ছিল্য কর্‌ত,'—ফিরে চাইত' না!

স। আর?

নে। আর কি কর্‌বে বল?

স। আর তো কিছু নয়!—আমি, যদি হ'তেম,—তা হলে কি কর্‌তেম জান,—কত ঘৃণা কর্‌তে পারে দেখ্‌তেম,—কত পায়ে ঠেল্‌তে পারে দেখ্‌তেম। দুঃখ কর্‌তেম না—তাকে নিয়ে ত' থাক্‌তেম।—তাতে তো মন মেখে থাক্‌ত'!

নে। আমি কত সাধ্য সাধনা করেচি,—কত কেঁদেচি,—তার উত্তর কি জান?—"মাধবীলতা কথনো আমড়া গাছে ওঠে না।" সে সুন্দরী সে আমার যোগ্য নয়,—আমি তার যোগ্য নই। ভালবাসায়—এ সব কথায় মন চটে কি?

স। আমি বুঝ্‌লুম—সত্যই তুমি তার যোগ্য নয়। তুমি যদি তারে সুন্দরী দেখ্‌তে, তা'হলে আর আপনাকে সুন্দর,

দেখ্‌তে না। তুমি যদি তারে গুণবতী দেখ্‌তে,—তা'হলে আপ্‌নাকে নিগুর্ণ মনে কর্‌তে! তুমি যদি তারে ভাল-বাস্‌তে,—তা হলে মনে কর্‌তে,—সেও তোমায় ভালবাসে,—কুরূপ, নিগুর্ণ বলে ভালবাসে,—তুমি তার যোগ্য নও বলে ভালবাসে। এ সব কথা মন বলে দেয়,—কিন্তু সরল মনে বলে দেয়!

নে। তার পর শোন,—তার পর আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ হ'ল,—সে দেশত্যাগী হয়ে চলে গেল!

স। গেলেই বা! ভাব্‌লে পর হবে?—তোমায় সে চায় না?—তাহ'লে তুমি ভালবাসা জাননা! ভালবাসায় ফুল তুল্‌তে চায় না,—আপনি দেখে আর পরকে দেখায়! ভালবাসায় প্রাণ ভরা থাকে—সকলকে বলে—ভালবাস! যে তাকে ভাল-বাসে,—তারেও ভালবাসে,—রিষ করে না! ভালবাসায় রিষ থাকে না। তোমার ভালবাসা—এ ভালবাসা নয়! ভালবাসার নাম বিকাস!—হৃদয় প্রস্ফুটিত হয়!—তাতে মধু থাকে—গরল থাকে না!

নে। তুমি পাগল!

স। তবে আর আমায় কি বোঝাবে?—আমি ত' বুঝ্‌বো না!

নে। আমি বোঝাচ্চি না,—আমার দুঃখের কথা বল্‌চি।

স। আমি তোমায় বলি,—"আহা! ভালবাসার আভাস পেয়েছিলে—ধরে রাখ্‌তে পার নেই। যদি তোমার মনে জ্বালা থাকে—জুড়োবার চেষ্টা কর! যেথায় পাও—তারে খুঁজে দেখ! তার কাছে মার্জ্জনা চাও! জানু পেতে জোড় হাত করে বল,—

যে আমি বর্ব্বর—তুমি মার্জ্জনা কর! তোমার ঘৃণার মান আমি রাখ্‌তে পারি না! নারীর মান রাখ্‌তে শেখ'—মনের অত জ্বালা থাক্‌বে না। যাও—যাও, হেথায় থেকো না,—যেথায় সে আছে যাও।

নে। তুমি যে যাচ্চ না?

স। আমার সে কাছেই আছে। সে জানে, আমি বর্ব্বর!—আমায় সে মার্জ্জনা করে। সে মনে জানে, আমি তার অভিমানের মান রাখ্‌তে চেষ্টা করি। পারি না পারি অত ধরে না! তুমি বল্‌চ'—যাই!

[প্রস্থান।

নে। সত্য কথায় ত' বিষ ঢাল্‌তে পার্‌লেম না। এখন রিষের বিষ ঢেলে দেখি,—জ্বলে কি না?

গঙ্গনের প্রবেশ।

মশায়, আপ্‌নাকে আমি খুঁজ্‌ছিলুম!

গ। কেন?

নে। আমায় একটী স্ত্রীলোক ভালবাসে। কিন্তু সত্যি ভালবাসে কি না—বুঝ্‌তে পারি না। সে সকলকে যত্ন করে,—আদর করে,—সকলেই তার মনের মতন। কেবল আমিই পর! কিন্তু সবাই বলে—আমায় সে ভালবাসে! এই কি তার ভালবাসা? আমার মনে হয়,—হয় সে সকলের সঙ্গে ছল করে, নয় আমার সঙ্গে ছল করে! সকলকেই সে ভালবাসে,—তাতে আমার মনে হয়—কাকেও সে ভালবাসে না! আবার

মনে হয়,—আমার যদি ভালবাসে, তবে আমার সঙ্গে অমন করে কেন ?

গ। তোমায় সে ভালবাসে।

নে। তবে কি ধারা আমায় ভালবাসে ?

গ। ধারা ?

নে। কেন—আপনি শিউরে উঠ্‌লেন কেন ? তিনি একটী অপ্সরী—কন্যা! মানবের ঔরসে জন্ম। এই উপবনেই থাকেন।

গ। এই উপবনেই থাকেন ?

নে। কেন ম'শায়,—বিস্মিত হচ্চেন কেন ?

গ। (স্বগতঃ) যদি সত্য হয়,—আমি চলে যাই! কোথায় চলে যাব ?—এ যে দারুণ দাসত্ব!

নে। (স্বগতঃ) এই যে বিষের আগুণ ধরেছে! (প্রকাশ্য) কি ভাব্‌চেন? আমার কথার জবাব দিন। সে বনে কেন আছে জানেন ?—মনের মত খুঁজে নিতে! আজ পরিহাস করে বলে-ছিল, যে আমি তার মনের মতন।—কেমন মনের মতন জান'—যেমন কে এক মালী—তার মনের মতন!

গ। তুমি মিথ্যাবাদী!

নে। (স্বগতঃ) একি!—এরই মধ্যে বিষ উড়িয়ে দিলে না কি ? (প্রকাশ্যে) তুমি ত' অতি রূঢ়!

গ। আমি যা হই,—তুমি সরে যাও! তুমি তার সখের উপবনে আছ, এইতে আমার হাতে নিস্তার পেলে!—নচেৎ তার নামে তুমি মিথ্যা কথা বলেছ,'—তোমার জিহ্বা আমি উৎ-পাটন কর্‌তেম!

নে। আমি কে জান ?

গ। জানি আর না জানি—তুমি স্ত্রীলোকের নামে অপবাদ দাও,—তুমি অতি হীন ব্যক্তি! তুমি নিকটে থাক্‌লে আমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

(পিয়াসা ও দেলদারের প্রবেশ।)

দে। কি ম'শায়,—কি ভাব্‌চেন?

নে। বড় ফ্যাসাদে ফেলেছেন,—পুরোনো কথা ঝালিয়ে তুলেছে।

দে। বিষ ঢেলেছ?

নে। বিষ ঢেলেছি—কিন্তু অমৃত ত' পাই নি!

দে। আগে বিষ ফুরুক,—অমৃত পাবে।

নে। যে টুকু আছে' তবে সে টুকু ঢেলে দেখিগে।

গীত।

দে। উঠেছে সুধা আগে তেতো হয়ে হ'ল গরল।
নে ও পি। বিষে যদি না যায় জরে, প্রাণটা তখন করব' সরল॥
দে। ভেবো না—সেত' হবে না,
পি। সাধ্‌বো যেচে অত সবে না,
নে। দেখ্‌চি তত গুমর রবে না,
দে, পি, নে। অনলে জল পড়ে ত'—ভাঙ্গ্‌বে ছল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানের অপর পার্শ্ব।

পিয়াসা ও রেখা।

পি। এমন কি রাগ করে' কেউ বলে না? আমি বলেছিলুম, "সরে যাও!"—অমনি সে রাগ করে চলে গেল।—আর কি করব' বল?

রে। কি আর করবে?—জ্বলে সারা হবে—যেমন হচ্চ'! আমি হ'লে কি করতুম জান,—রাগাতে রাগাতে পেছনে পেছনে যেতুম,—হাততালি দিতুম,—বলতুম,—"দুয়ো!—বেগে পালাল! এই ভরা যৌবনে ব্যাটা ছেলেকে যত্নে বেঁধে রাখতে পারলিনে? ভালবাসায় খারাপ ভাল কি না?

পি। সে যদি না ভালবাসে,—তাকে কি আমি জোর করে বাসাব?

রে। যেখানে জোর চলে জোর করবি! যেখানে পায়ে ধরতে হয়,—পায়ে ধরবি,—যেখানে সাধ্তে হয়—সাধ্বি,—যেখানে মান করতে হয়—মান করবি! নারী হ'য়ে গুমোর করে মান করতে যাবি,—জ্বলবি না ত' কি করবি? আমাদের মান কিসের? এ কথা কি বুঝিস্ না,—পুরুষে মান রাখে কি? পুরুষের ত' চঞ্চল স্বভাব—এক টুকুতে চঞ্চল হয়! যত্ন করে স্থির করে না রাখলে স্থির থাকবে কেন? মান সাজলে যদি মান কত্তিস্—সে মানও ভাঙ্গতো!—অপমান হ'য়ে সে তোর মান রাখবে কেন বল্?

পি। তুই ত'ভাই আমার সকল কথা শুন্‌লি নি,—আপনিই ছড়া কাটাতে আরম্ভ করলি।—আর তোকে বলাও মিছে! তোর বুক ভরা আছে—তোকে সে ভালবাসে! কিন্তু হায়—আমরও একদিন বুক ভরা ছিল, আমিও মনে মনে এই কথা বল্‌তুম! কিন্তু হায়—সে কথা ফুরিয়েছে!

রে। সে কা'র দোষ?

পি। আগে শোন,—তার পর তুমিই বিচার কর,'—আমি তাকে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারতুম্ না। যেখানে সে থাকৃত' —ছলা করে তার কাছে যেতুম্!—যেচে তার সঙ্গে কথা কইতুম্! একদিন বলেছিলুম্,—"তুমি সরে যাও!" তাতেই চলে গেল। বলে গেল,—'জন্মেও তোর আর তোর মুখ দেখবো না! ভালবেসে সয়—আর কত সয় বল?

রে। তুমি কি উত্তর দিলে?

পি। আমি বল্লুম,—সে ত' ভালই,—তুমি কি আমার যোগ্য? আম্‌ড়া গাছে কথনো কি মাধবীলতা উঠে,—তুমি তা কথনো ভেবো না!

রে। তুমি মনে করতে,—তুমি মাধবী লতা,—সে আম্‌ড়া গাছ! এ দুয়ে ত' কথনো মেলে না, তোমাদের মিল্‌বে কি? মাধবে মাধবী ওঠে!

পি। আমি কি সত্যিই বলেছিলুম! রাগ করে বলেছিলুম!

রে। তোমার মনের ধারণা না হলে এ উপমা তোমার আস্‌ত' না! তুমি নারীর রূপের গুমোর কি তা জান না? রূপের গুমোর কি তা জান? পুরুষে আদর করে, তাই তার গুমোর! সুন্দর চোখে পুরুষ দেখে বলে, তাই নারী সুন্দর! নচেৎ

বনের ফুলের মত ফুটে শুকিয়ে যেত! কেউ জান্‌তো না, কেউ দেখ্‌তো না! নারীর গুমোর পুরুষ—আর কিছু নয়!

পি। আমিও অমনি মজেছিলুম! কিন্তু যে আমায় চায় না, সে ত' আপন হয় না!

রে। চায় না? আপন হয় না? কে কার পানে চায়! কে কার যেচে আপন হয়? ওদের কি আর কাজ নেই যে, তোমার পানে চেয়ে থাক্‌বে? তুমি চাওয়াতে পার—চেয়ে থাক্‌বে, আপনার করতে পার—আপন হবে!

পি। দেখো ভুলো না! আমি তোমায় সতর্ক কর্‌চি, ভুলো না! ও বিষম ছল তুমি বোঝ' না। ও জ্বালাই সার, ভালবাসা কথাই সার!

রে। আর যা কর্‌তে বল, তা পারবো, মজ্‌তে মানা কর, তা পার্‌বো না! ভুলেছি, মজেছি,—এখন মানা শুন্‌বো কি করে? অনেকক্ষণ তারে খেপাই নি, আমি চল্লুম। সে আমার, আমি নিশ্চয় জানি! এ যদি ভুল হয়—শত জন্ম আমার এ ভুল থাকুগ্‌!

স্বয়-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

ছিঃ ছিঃ এ ভুল না ত' কি সই।
আপ্‌নি বিকিয়ে কেন পরের হ'য়ে রই॥
না বুঝে সঙ্গে চলে, ভুল বল' আর কারে বলে,
চায় কি না চায়—সমুজে দেখে—মন চলে সই কই॥
এ ভুলের মোহন ছাঁদে, ভুল্‌তে এ ভুল প্রাণ যে কাঁদে,
আদর ক'রে ভুল-বাজারে, ভুলের ব্যাপাত বই॥

ধারার প্রবেশ।

পি। (স্বগতঃ) সোজায় চল্‌লো না! ছল করে দেখি, রিষের বাতি জ্বলে কি না? (প্রকাশ্যে) আমি একটী বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।

ধা। কি?

পি। এক জনকে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু শুনেছি, সে তোমাকে ভালবাসে! তা হলেই আমিও অকুল পাথারে পড়্‌লুম,—সেও অকুল পাথারে পড়লো!

ধা। কেন?

পি। তুমি অপ্সর-কুমারী—সে নর! তুমি রাজকুমারী—সে মালী। তোমার মন হ'লেও, তোমার মনের মতন হ'লেও,—তোমার মা তোমাদের মিলন হ'তে দেবেন না। এই সে মজ্‌লো,—আর আমি ত' মজে আছিই! কেননা, সে তোমায় ভালবাসে, আমার পানে ফিরেও চায় না।

ধা। যদি আমায় ভালবাসে,—তোমায়ও ভালবাসে!

পি। সে কি হয়?

ধা। হয় না? তুমি না বল্‌লে—তুমি ভালবাস? তোমার কেমন ভালবাসা? যে ভালবাসে, সে জগৎ ভালবাসে, তার অভালবাসার জিনিষ কিছুই নেই! কিন্তু তুমি কি ভালবাসার কথা বল'চ—জানি না।

পি। যারে ভালবাসি, সে আমার হবে, আমার থক্‌বে,—অন্যকে দিতে যে প্রাণ কাঁদ্‌বে!

ধা। তুমি নিশ্চয় জেনো, এ ভালবাসা নয়—এ আর কি! বোধ হয় মনের কোন ছলনা! মনের মোহ, বিষম মোহ!

কৌটায় পুরে রেখে ভালবাসা হয় না! আমার ভালবাসার জিনিষ সকলে ভালবাস্‌বে, সকলকে ভালবাস্‌বে! এর নাম ভালবাসা! আর আমার ভালবাসার জিনিষ, আমি নিয়ে থাকবো, আর কেউ দেখতে পাবে না, আর কেউ তার ভালবাসা পাবে না, এ ভালবাসা ভালবাসা নয়! অন্ততঃ তুমি নারী হ'য়ে বল না, এর নাম ভালবাসা?

পি। তোমার এ নূতন কথা আমি বুঝতে পাচ্চি না! আর এক কথা, তোমার মা কি মালীর সঙ্গে মিলনে সম্মত হবেন?

ধা। মিলন ত' হয়েছে। তাঁর অনুমতির ত' অপেক্ষা নেই! আমি যা দেখি, তারে দেখি! যা শুনি তার কথা শুনি! যা ভাবি, তার কথা ভাবি! যা করি, তার কাজ করি! আর মিলনের বাকী কি বল? এক মালা বদল? হলো না হ'লো! নদ, নদী, সাগর পর্ব্বত ব্যবধানে এ মিলন ছেদ হবে না! তবে আর সে কথা কেন বল্‌চ'?

পি। আহা, কি প্রতারিত হয়েচ'? পুরুষের ছলে আমিও এইরূপ প্রতারিত হয়েছি!

ধা। আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; কি প্রতারণা করবে? আমি ভালবাস্‌ব' তার প্রতারণায় কি এসে যাবে? আমি যত্ন করবো, তার অযত্নে কি এসে যাবে? ভালবাসার নাম দেওয়া, নেওয়া নয়! ভালবেসেছ' এ কথা কি শেখনি!

পি। তুমি বংশ-মর্য্যাদা ছেড়ে দেবে? তুমি রাজকন্যা,—অপ্সরীকন্যা। সামান্য নর, মালী-বৃত্তি করে, তাতে তুমি আত্ম-সমর্পন করবে?

ধা। বুঝেছি, তোমার ভালবাসায় অভিমান আছে! তুমি দুঃখই পাবে, ভালবাসায় ভেসে যেতে পারবে না! এ অভিমান না ছাড়্‌লে, আমার কথাও বুঝ্‌তে পারবে না।

দেলদার ও স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

অভিমান তার সাজে যে রাখ্‌তে জানে মান।
তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুল-ধরা বাগান॥
না জানি কেমন মনের কান,
নারে ছাড়্‌তে অভিমান,
মনের ছলে, আগুন জ্বেলে, প্রাণ করে শ্মশান॥
সাধ্‌তে কি সাধ করে না,
ধর্‌তে সেধে মন সরে না,
মানের ঘোরে বুঝ্‌তে নারে মনের টান॥

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ উদ্যান।

সরল ও দেলদার।

স। বাহবা, আপ্‌নার সঙ্গে যে দেখা হয়ে গেল!

দে। কে তুমি?

স। আমিও তোমার মতন দাগা ষাঁড় হয়ে বেড়াচ্চি।

দে। কি এত বড় কথা বল? আমি দাগা ষাঁড়!

স। ও কথা ত' তুমি বলেছিলে? আমি বল্‌চি, আমি দাগা ষাঁড়?

দে। তুমি হেথায় কি করছে?

স। হ্যাঁ হ্যাঁ—জিজ্ঞাসা কর, তোমার মত করে, ঠিক ঠাক্ মিলিয়ে নাও। দেখ, তুমিও চর্‌তে, আমিও তখন থেকে চরি। আর কি করি জিজ্ঞাসা কর?

দে। আচ্ছা, আর কি কর?

স। ছটাক খানেক ফুলের মধু খাই। আর কি করি জিজ্ঞাসা কর?

দে। আচ্ছা, আর আমি জিজ্ঞাসা করব' না।

স। তুমি জিজ্ঞাসা কর আর না কর, আমি কিন্তু বলবো,—পোয়াটাক্ চাঁদের সুধা খাই,—কেন জান?

দে। না, আমি জান্‌তে চাই না।

স। না বল্‌লে আমি ছাড়ি! কেন জান? সখ! আর কি কর্‌তে হয় জান? মলয় হাওয়ার ধর্‌তে হয়, কেন জান? সখ! আর কি কর্‌তে হয় শোন।—

দে। আমি চল্লুম।

স। চলনা, আমি বল্‌তে বল্‌তেই চল্‌চি!—ছ' আঁজ্‌লা ফুলের রেণু গায়ে মাখি!—কেন জান? সখ!

রেখার প্রবেশ।

রে। কি দেলদার,এস আম্‌রা দু'জনে ব'সে কথাবার্ত্তা কই।

দে। কথা কব কি! ওই দেখ না, একটা পাগল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রে। ও কে? কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? থাকুক্‌গে, এস।

স। তুমি কি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

দে। কি বল্‌চে শোন।

রে। ও কে? কি বল্‌চে? অত শুন্‌তে গেলে চলে না!

স। আমার একটী ভুল হয়েছে। তুমি দাগা ষাঁড় নও—কোলা ব্যাঙ্‌—পদ্মের নীচে থাক!

দে। আর তুমি ত' দাগা ষাঁড়?

স। হ'তে পারি; কিন্তু মধু খে'কো ষাঁড় নই, ঘোড়ার ঘা' খে'কো ষাঁড়!

দে। তুমি সরে যাও না! আমরা দু'জনে একটু কথা বার্ত্তা কব!

স। কই আর যাচ্চি! কেন জান?

দে। জানি,—সখ।

স। এই বোঝ, তবে না হ'ক জুলুম কচ্চ' কেন?

দে। এমন কি তোমার সখ?

স। ওই রকম!

দে। ও ত' ভাল রকম নয়!

স। নয়ই ত'। কেন জান?

দে। জানি,—সখ।

স। দেখ,—"সখটা" আমি বল্‌বো! তুমি এমন তাড়াতাড়ি বলো না, তা' হ'লে মজা হয় না!

দে। তা আমি বল্‌বোই বল্‌ব'! কেন জান?

স। আমি বল্‌তে পার্‌তুম চাঁদ, "জানি,—সখ!" কিন্তু ও রকম বল্‌তে আমি চাই না! কেন জান? সখ! (রেখার প্রতি) কে জব্দ হচ্চে? আমরা মজা করে কথাবার্ত্তা কচ্চি, আর তুমি ঠোঁটে কুলুপ দিয়ে ব'সে আছ!

রে। তুমি কা'কে বলচ'?

স। মানও চল্লো না, কথা কয়ে ফেল্‌লে।

রে। আহা! তুমি সেই? বস বস, কেমন আছ? ভাল আছ ত'?

স। দেখ', তুমি আহা বেলো না,—ঝাঁজ্‌ ধর। ব'স্‌তে বলো না, দূর ছাই কর'! তা'হলে বুঝ্‌বো তুমি ধাতে আছ! তোমার মিষ্টি আলাপে হৃদ্‌কম্প হয়!

রে। এ নেহাৎ পাগল! বুঝেছ দেলদার?

স। তুমি দেলদার বটে? তা কিছু মনে করো না! দাগা ষাঁড় আর দেলদার—একই কথা!

রে। দেখ্‌চ,' একেবারে উন্মাদ পাগল!

স। ও দেখ্‌চে না—ভাব্‌চে! পাছে ওরেও এম্‌নি পাগল কর!

রে। তুমি কোথায় থাক?

স। এঃ তুমি সেই পুরোন' পালাই গাবে? তা' শোন,—যেথানে হোক এক যায়গায় ছিলুম, এখন থাকি,—তোমার চরণের দাগে!

রে। শুন্‌চ',—শুন্‌চ',—মিন্সের কথা শুন্‌চ'?

স। শুন্‌চে—শুন্‌চে,—ও মধুমাখা কথা শুন্‌চে!

রে। শুনুক না শুনুক, তোমার কি?

স। আমার ঝক্‌মারি, কিন্তু এ ঝক্‌মারি আমি ছাড়্‌বো না!

রে। ঝক্‌মারি তো করো না, সরে যাও!

স। বলাটা তোমার, সরে যাওয়া না যাওয়াটা আমার। এই আমি সরে ব'সলুম!

রে। আমি চল্লুম।

স। দুয়ো! দেলদারের কাছে, বস্‌তে পার্‌লে না!

রে। তা তোমার কি? তুমি তো বড় খারাপ।

স। বটে ত'। দুয়ো আমায় রাগাতে পার্‌লে না!

রে। আচ্ছা, চল্লুম!

স। দুয়ো! হেরে পালাচ্চে!

রে। বেশ!

স। দুয়ো! দুয়ো দিতে দিতে আমি পেছু পেছু চল্লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

নেসা, পিয়াসা ও স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

(চল্‌) যাইলো সরে পাছে সঙ্গে ফেরে।
ঘুরে ফিরে যেন ফেলে না ফেরে॥
পেতে ছল দাঁড়িয়ে ছিল, এ কিলো এ কে এল,
এল কি চলে গেল দেখ আঁখি ঠেরে!
বোঝে না কল্লে মানা, মানা করা হার তো মানা,
তারে কি যায়লো জেনা হারায় যে হেরে!

[নেসা ও পিয়াসা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পি। বিষের বাতি ত' জ্বেলে দেখ্‌লুম!—কই,কিছু হ'ল না!

নে। আমার বোধ হয়, আমি একটু ধোঁকা দিয়েছি, অন্ততঃ আমার কথায় রাগিয়েছি!

পি। ও দু'জনে চখোচখি হ'লে ঘুচে যাবে!

নে। তাই তো! ভালবাসা কি সত্যি?

পি। আর একটু দেখে বল্‌বো! কোষ্ঠি পাথরে না ক'স্‌লে বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

নে। আমি বল্লুম, "যারা আমায় ভালবাসে!" রিষ জ্বালাতে পারলুম না, মিথ্যাবাদী বলে' উড়িয়ে দিলে! তবে একবার একটু ধোঁকা খেয়েছিল বটে!

পি। আমিও বল্লুম, "গহনকে আমি ভালবাসি!" সে বল্লে, "বেশ তো, এসনা দু'জনে ভালবাসি।" এখানে আর রিষের বিষ পড়ে না!

দেলদারের প্রবেশ।

দে। দুনিয়ায় কিছু দেখ্‌লে?

নে। দেখ্‌লুম।

দে। আমার ঘটকালি কেমন বুঝ্‌লে?

পি। বাইরে বাইরে দেখলুম বেশ; কিন্তু বাহ্যিক ভাবে মুখের কথার ভিতরেও ভাণ থাকে। অন্তর না দেখ্‌তে পেলে ঠিক বোঝা যায় না। জান ত' আপ্‌নার মন আপ্‌নি বোঝা দায়! অন্তরে দাগ আছে কি না? তা তো বুঝ্‌তে পারলুম না।

দে। কি হ'লে বোঝ?

নে। একটী পরীক্ষা কর্‌লে বুঝ্‌তে পারি।

দে। কি পরীক্ষা?

নে। আমাদের অপ্সর-পুরে একটী প্রেমের উপবন আছে। সেই উপবনে আমাদের বিবাহ হয়। যদি মনের মিল না হ'য়ে কেউ কা'কে বিবাহ করে, তা'রা উভয়েই ব্যভিচারী হয়।

দুনিয়ায় যেমন ব্যভিচারী নর নারীর পাষাণময় অন্তর হয়, অপ্সর-লোকেও তেম্‌নি সেই প্রেমের কাননে ব্যভিচারী হ'লে পাষাণ হয়। যদি সেই প্রেমের কাননে এদের মিলন হয়, আর যদি পাষাণ হয়ে না যায়, তা' হলে বুঝ্‌বো যে দুনিয়ায় এসে একটী ভাল জিনিস দেখেছি। তুমি সেথায় এদের নিয়ে যেতে পার?

দে। কেন পার্‌বে না? সে আমার সখের কানন।

পি। তোমার সখের কানন কি?

দে। আমি দেলদার, আমার সখের প্রাণ। আমি যেখানে থাকি, সেই আমার সখের বাগান।

পি। আচ্ছা, বুঝবো! তোমার সাম্‌নে কেউ না পাষাণ হয়।

দে। যে পাষাণ হয় হবে। কিন্তু তোম্‌রা কি পাষাণ! এ প্রাণময় খেলা বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

পি। আচ্ছা সবই বোঝা যাবে। তাদের ডেকে নিয়ে এস,' চল সে কাননে যাই।

দে। ভাল, দু'জনে ভাল করে বুঝে নাও। আমিও ভাল করে ঘটকালি পাব।

[প্রস্থান।

নে। কি বলে গেল?

পি। ও ত' অম্‌নি বলে! এস, অপ্সর লোকে প্রেমের কাননের মত কানন গড়ি।

নে। কিন্তু তুমি সেথা যেও না, পাষাণ হবে!

পি। হ'ই, দু'জনেই হব!

উভয়ের গীত।

ছিঃ ছিঃ এত কিসের জেদ।
মনে কি সাধ ওঠে না কত্তে পাষাণ ভেদ॥
বুকে হায় চাপিয়ে পাষাণ, কবে কার বেড়েছে মান,
মান আগে কি প্রাণ আগে, মন বোঝে না—এই খেদ!
বুঝে কি মন বোঝে না, কান করে, তো মান সাজে না,
মান জেনে মান রাখ্‌লে কি হয়—প্রাণে প্রাণে ছেদ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

কুহক-কাননের প্রবেশ পথ।

কুহকী ও কুহকিনী।

গীত।

কুহকী। বাগিজা বানানে হুকুম।
দেখোগে দেলকি খেলা হর তরেকা ধুম॥
কুহকিনী। চলেগা ইসকি নেসা,
কুহকী। মিলেগা যেসকি যে সা,
উভয়ে। নেই নেসা যে সা তে সা পিয়ে সে মালুম॥
কুহকী। কারখানা আজব তরে,
কুহকিনী। কোন এসা যো সমজ করে,
উভয়ে। না পিয়ে নেই পছানে পিয়ে হোয়ে ঝুম॥

পঞ্চম দৃশ্য—কুহক-কানন।

দেলদার, সরল ও গহন।

স। তুমি বদ্‌খদ্ হও আর যেই হও, বেড়ে বাগান করেছ
এ বাগানে যে সরল প্রাণে না আসে, তার পাষাণ হওয়াই উচিত

গ। আহা অতি সুন্দর উপবন!

স। কিন্তু বাবা, সাফ্ কথা বলি,—বড় ফাঁকা ফাঁক ঠেক্‌ছে!

দে। তুমিত' বড় বেরসিক হে! এমন সুন্দর উপবনে এসে বল্‌চ, ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌চে।

স। জিজ্ঞাসা কর, আমি একা নই,—ওই একজন রয়েচে, ও ধর্ম্ম চেয়ে বলুক, ফাঁকা ঠেক্‌চে কি না? তোমার বাবা, ফাঁকা ফাঁকা প্রাণ! তোমার আর ফাঁকাই কি আর পুরোই কি ?

গ। কেমন, এরা হরিণ সাজে?

স। হরিণের ঠান্ দিদি সাজে! দেখ না চাঁদ, আট্‌কা পড়েছ, আর বেরুতে পাচ্চ?

গ। তুই যে বল্‌তিস্—ভুলিয়ে নিয়ে এসে, কোথায় এনে ফেলে!

স। হ্যাঁরে, এই জঙ্গলে এনে ফেলেছে, তবু তোর আক্কেল হল' না! কেমন চাঁদ, এক পা সর্‌তে পাচ্চ?

গ। তোর মত আমি নই, মনে করি ত' এখনি চলে যাই!

স। মনে কল্লেও, গোলকধাঁদা থেকে বেরুতে পাচ্চ না!

গ। আহা, শোন, শোন, কি সুন্দর গান কোথায় হচ্চে!

স। ও গান ত' হরদম্ হচ্চে, তার হেতা আর হোতা কি? আমার মনে হয়, আমার মনের ভিতর গানের স্রোত চলেচে!

গ। আচ্ছা, সে যদি তোরে না ভালবাসে?

স। তোর কড়া প্রাণে কড়া কথাটা কয়ে ফেল্লি বটে ;— আমি তোরে ফিরিয়ে বল্‌তে পারবো না! ও কথা মুখে আন্‌তে আমার মন কেমন করে।

গ। দেখ্‌,—একজন বলে গেল কি—জানিস্‌? ধারা তা'বে ভালবাসে।

স। বল্লেই বা—তোর কি ?

গ। তবে আমাকে যে ভালবাসা দেখালে,—তা কি মিছে ?

স। মিছে কি সত্যি,—তোর হ'য়ে আমি বুঝবো না কি ?— তুই আপনি বোঝ!

গ। আমি কিছু বুঝতে পাচ্চি না। সে যে রকম বল্লে,— তা'হলে তার কথা সত্যি হলেও হতে পারে!

স। তুই পালা—পালা!—এ বাগানে থাকিস্‌ নি! এ বাগানে যদি সত্যি কেউ পাষাণ হয়,—তুই হবি! তোর মন এখনও সোজা হয় নি—মচ্‌কে আছে! তুই না বলিস্‌,—তাবে ভালবাসিস ?

গ। সে ত' আমায় ভালবাসে না!

স। না বাসে ত' তোর কি ? তুই কি তোর ভালবাসা ছাড়বি ? যদি ছাড়তে পারিস্‌,—তা হ'লে তোর ছলের ভালবাসা—আঁতের নয়!

গ। সে নিশ্চয় মিছে কথা কয়েছে,—সে অতি শঠ!

স। হ্যাঁরে, এখনও তুই রাগ কচ্চিস? তারে-"আহা' বল্‌ছিস নে? বুঝতে পারিসনি, সে বড় অভাগা! এমন সুন্দর দেখে মন ভেজেনি, সরল প্রাণে দাগা দিতে এসেছে! নিশ্চয় সে কোথাও দাগা পেয়েছে, আমার তার জন্যে কান্না পাচ্চে।

গ। সরল, যদি কেউ পাষাণে প্রাণ দিতে পারে, তা তুই পেরেছিস, তুই আমার মনের জ্বালা তুলে নিলি! তুই ত' জানিস, আমি বর্ব্বর! আমি কি তাকে ভালবাস্‌তে পারবো?

স। তোর কথায় আমার মনে হচ্চে, তুই যেমন পেরেছিস্, আমি তেমন পারি নি; যে কত ভালবাসে জানে না, তার ভালবাসাই ভালবাসা; যে ভালবাসা ওজন কত্তে চায়, সে ভালবাসা পায় নি!

গ। এখন, সে যদি আবার ছল করতে আসে, তা হলে কি বলবো, জানিস? "আর রাগ করবো না"! তার গলা ধরে বল্‌বো, "ভাই ছল ছাড়, ভালবাসায় যদি দাগা পেয়ে থাক, আরও ভালবাস, দাগা থাকবে না।"

দে। (নেপথ্যে নেসা ও পিয়াসার প্রতি) শুনচ' কি? বিষ ঢাল্‌তে পার, ঢাল!

স। আচ্ছা চাঁদ, এ ভুতুড়ে রকম কথা ধরলে যে?

দে। তা তোমার কি?

স। আমার তেমন কিছু নয়; তবে তোমার ভিটকিলেমিটা কি? তাই বুঝচি!

দে। আমি এক রকম খ্যাপা মানুষ!

স। নেহাৎ খ্যাপা নও চাঁদ; কি একটা দাঁওয়ে ঘুরচো! এখন কিছু ব্যস্ত আছি একটু ফুরসুৎ হ'লে, তোমার ভাব বুঝবো।

দে। আচ্ছা, তুমি হেথায় কেন?

স। এই ডেকে নিয়ে এলে, আবার বলচ, হেতায় কেন? আচ্ছা, আমিও তোমার মত ন্যাকা সাজ্‌ছি; তুমি এখানে কেন?

দে। আমি যেখানে যাই, সেখানেই তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে যাও হে, দেখতে পাই।

স। তুমি একলা কেন উধাও হও না, কে তোমার তোয়াক্কা রাখতো! তা নয়, দুটী প্রাণ কেড়ে নিয়ে চলে আসবে! একলা ফুলের মধু খাবে, অত সইবে কেন, দাগা ষাঁড়, না, কোলাব্যাঙ?

দে। সইতেই হবে!

গ। চুপ, আমি শুনতে পাই নি।

স। তোর সঙ্গে বুঝি "চুপের পালা?" তা গেয়ে নে! আমার সঙ্গে ছিল, "সখের পালা"—কি রকম জানিস? ও বলে "আমি চাঁদ কামড়াই" আবার আপনিই বলে, "কেন জান সখ"!

গ। শোন্ না, আমার সঙ্গেও সখের পালা আছে। তুমি কথা কও? তুমি মেলা "চুপ, চুপ" করেছিলে, আমি নিদেন গোটা দুই তিন করি।

দে। চুপ।

গ। আমিও বল্লুম, 'চুপ,' আর আমি কথা কইতে পারি নে।

দে। এ বড় বিষম কানন, চুপ কর।

গ। কেন বল দেখি? এ তোমার সখ?

স। ও সুর ধরাস নে, তা হলে "সখ, সখ" করে, মাথা-ধরিয়ে দেবে। বড় চট্ পালা উলটে নিয়েছ, এবার রুদ্র রসে চল্ চ!

দে। আমি সত্য বলচি, এ বড় বিষম কানন!

স। তা তুমি দিব্যি ঘোড়ালুটি খেয়ে গান ধরেছিলে।

দে। আমি দেলদার, আমার ভয় নেই।

স। আম্‌রাও দেলদার—আমাদের ভয় নেই।

দে। ভয় আছে কি না—বোঝ! যারে মনে কচ্চ'—ভালবাস,—যদি সে তোমার মনের ছল হয়,—চোখের নেসা হয়,—তা'হলে হেথায় তারে দেখ্‌লে,—তার সঙ্গে কথা কইলে, তখনই দু'জনে পাষাণ হবে! যেমন এই সব পাষাণ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চ? কিন্তু যদি তোমাদের নির্ম্মল ভালবাসা হয়,—তোমাদের মিলনে পাষাণে প্রাণ পাবে!

স। বলি ও অঙ্ক ত' অভিনয় করেছ,'—তারপর হেথায় এনেছ!

দে। এনেই ত' ভয় হচ্চে!

স। তুমি খুব ছাতি বেঁধে থাক,—আমি ভরসা দিচ্চি।

দে। ধারা ও রেখা, দুজনে এই কাননে আছে।

স। আচ্ছা—তারা যদি থাকে, তোমার বদ্‌খদ্ চেহারা সরাও,—তারপর আম্‌রা বুঝে নেব। এখন ছেঁদো কথা ছেড়ে, তোমার সখের বাগানের, সেরা জিনিস দেখাও! দেখ না এই ভালমানুষ চারিদিকে চাচ্চে।

গ। দেখনা,—এই ভালমানুষ হাপুগেলা হয়েছে! আচ্ছা, দেখ অত সখ ছড়াছড়ি কর্‌লে,—এখন চট্ করে এই সখটী করে ফেল। দেখনা,—পাষাণ হই কিনা?

দে। আমার তোমার মত ওমন নচ্ছার সখ নেই।

স। না থাকে কি কর্‌বে? একটু ক্ষমা ঘেন্না করে নাও! এ ঝুপ্‌সি চেহারা কাঁহাতক বরদাস্ত হয়!

দে। আচ্ছা—তোম্‌রা কি কর্‌তে এসেছ—কাকে খুঁজ্‌চো ?

স। তোমায় খুঁজ্‌চি না, এ টুকু তো ঠাওর পাচ্চ, সরে পড় ।

দে। কিন্তু তোমরা যাদের চাও, যদি তাদেরও ভালবাসায় কিছু কপটতা থাকে, তাহলেও তোমরা সকলে পাষাণ হবে।

স। বেশ কথা। তারা কোথা' আছে—বলে দিয়ে,—সরে পড় !

দে। তুমি কিছু বুঝ্‌চ' না ?

গ। তুমি পাগল। তোমার কথার কি উত্তর দেব' ?

স। তুমি একটা উত্তর দাও,—তারা কোথায় আছে বল ?

দে। খুঁজে দেখ,—ওই দিকে কোথায় আছে।

দেলদার, গহন ও সরলের প্রস্থান।

নেপথ্যে মৃদু সঙ্গীত।

কার তরে আর হাসে যামিনী।
ফুলকলি কার তরে আমোদিনী।
কার তরে চলে গুঞ্জরি অলি,
কার তরে কলি সম্ভাষে ঢলি,
শশীকর বুকে ধরে কুমুদিনী।
মলয়া গায় মাখি, কারে ডাকে পাখী,
নব লতা কেন শাখী সোহাগিনী।
কাতরে বারে বারে, নাগর চাহে কারে,
শরমে মরম কেন ঢাকে কামিনী॥

নেসা, পিয়াসা, ধারা ও রেখার প্রবেশ।

পি। আমরা এই বনে এসে,—পাষাণ হই না হই,—হৃদয়

পাষাণ করেছি। দেখ,—এই বন বড় বিষম,—আপনার মন ভাল করে বোঝ, যেন পাষাণে প্রাণ দিতে এসে—আপনি পাষাণ হ'য়ো না।

ধা। যার মিছে মন,—সেই তার মন বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু যে ভালবেসেছে, তার আর বোঝাবুঝি নেই!—এ কথা যখন বুঝ্‌বে,—তোমার অন্তরের পাষাণ গলে যাবে।

নে। তোমরা তারে ভালবাস। কিন্তু তারা যদি না ভালবাসে,—তাহলে তারাও ত' পাষাণ হবে!

রে। এমন হয় না। তুমি বোঝ না,—বুঝ্‌লে তোমারও পাষাণ-অন্তর গ'লে যাবে।

দেলদার, সরল ও গহনের প্রবেশ।

ধা। শোন, শোন,—আমরা দু'জনে কথা কইলে এ পাষাণ মানুষ হবে। এস—তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও?

গ। আমায় পাশে দাঁড়াতে হবে না,—তুমি একলাই পাষাণে প্রাণ দেবে,—এই তো আমায় দিয়েছ। তবে, তুমি বলচ,—তোমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখি।

রে। (সরলের প্রতি) হ্যাঁ—হ্যাঁ—শোন, শোন!—তুমি আমার পাশে দাঁড়াও, আমোদে ভ'রে যাবে।

স। ওহে,—এস এস, দেখ্‌বে,—কতটা পাষাণ হয়েছি! পাশে দাঁড়িয়ে গলে গেছি চাঁদ—গলে গেছি!—তর্‌ হয়ে গেছি! —এমন কি তোমায় রাজপুত্র দেখ্‌চি।

রে! অত ব'কো না,—গলে গেলে ব'ক্‌তে পারে না!

স। বক্‌বো না!—বকে বকে তোমায় ঝালা পালা কর্‌বো!

রে। মনেও কর’ না,—ওইটী পার্‌বে না!—আমি বক্‌বকানি শুন্‌বো বলেই ত’ তোতা কিনেছি!

ধা। আমিও কত বক্‌বো বলে কেনা দিয়েছি।

রে। বাঁচলুম,—দু’জনে দাঁড়িয়ে একটি কথা কইলে!

স। এখন তোমার মুখে একটু কথা সর্‌লে কতকটা প্রাণ জুড়োয়!

গ। কেন, তুই আমার হয়ে কথা কচ্চিস!

স। সকল জায়গায়, ব-কলম আর চলে না চাঁদ! এই যে যার নিজে নিজে—আপনাকে আপনি বেচে চলে যাও।

গ। তবে তুই যে ভারি ফ্যাসাদ কর্‌লি।

রে। শোনলো শোন,—ও একজন পাকা দোকানদার। ওর কাছে কেনা বেচা করিস নে।

ধা। তোর ইচ্ছে হয়,—তুই দর করে কেনা বেচা কর! আমাদের কেনা বেচা হয়েছে।

গ। তোমাদের মতন ত’ নয়,—আমাদের মূল উঠে দুনো বেসাত হয়েছে!

স। দেখ দেখি—যাচ্ছেতাই বল্‌চে! ও দুনো বেসাত করেছে—আমি মূল খুইয়েছি!

রে। তুমি কি কম দোকানদার!—তুমি কিছু না পেয়ে হাত ছাড়া করেছ কি না?

দে। হ্যা দেখ,—আর ভাল দেখায় না! তোমরা দুজনে যা হয়—এক রকম কেনা বেচা করে ফেল,—আমার ঘটকালির মান রাখ!

পি। শোন,—খ্যাপাটা কি বল্‌চে!

নে। তাই ত' শুন্‌চি,—যাহোক একটা কথার জবাব দাও!

পি। তুমি পুরুষ হয়ে জবাব দিতে পাচ্চ না,—আমি মেয়ে হয়ে দেব!

নে। ও পাগল, ওকে আর কি বল্‌বো? আমি, তোমায় একটা বলি বলি মনে কর্‌ছিলুম!

দে। যা হয় বলাবলি করে, একটা কাজ শেষ কর না।

পি। ও আগে বলুক না!

নে। আমি আগে একশ' বার বল্‌চি! এস—এই প্রেমের কাননে,—পাষাণ অন্তরে পদ্মফুল ফোটাই! সৌরভে অমর হয়ে নেসা টোটাই,—তুমিও মধু পিয়ে পিয়াসা মেটাও!

পি। দেখো দেখো—ছুঁয়ো না যেন!—তুমি ছুঁলে পাষাণ হব'!

নে। সে ভাব্‌না করো না,—আমি পাষাণে প্রাণ দেব!

স। দেখ সোনার চাঁদ,—বেশ জোড়া জোড়া মেলালে বটে!—কিন্তু আপনি সোঁদা রইলে!

দে। এই আমার দেলদারি। তোমরা ইয়ার এখন বুঝ্‌তে পার্‌বে না! যখন ইয়ারের সঙ্গে এক হয়ে দেলদার হবে,—তখন আর কিছু ফাঁকা দেখ্‌বে না,—সব পুরোই দেখ্‌বে। আগে দিন কতক ইয়ারকি করে নাও—পরে দেলদারি ক'রো!

নে। তোমার ঘটকালি পেয়েছ?

দে। কেমন সখের বাগান দেখ্‌লে বল?

নে। দাঁড়াও—তোমার ঘটকালি দি।

[মালা প্রদান।

ধা। আমিও দি।

রে। আমি বাকি থাক্‌বো না কি?

স। দাঁড়াও—দাঁড়াও—দেলদার,—যাবে কোথায়? আমরাই ছাড়্‌বো না কি?—আম্‌রাও ঘটকালি দি।

গ। আমারও যদি কৃপা করে লও।

দে। তুমি ত' বড় কিপ্‌টে হে!—দাও না?

গ। তোমার মত ওমন দেল কোথা পাব যে তোমাকে দেব? আমার এ মালা যদি কথা কয়,—সে তোমাকে বল্‌বে যে—তুমি সত্য দেলদার;—আমি অবাক হয়েছি!

পি। ওই দেখ,—পাষাণে প্রাণ পেয়েছে!

নে। আমি তোমার সঙ্গে বাগানে দেখা হবা মাত্রেই বুঝ্‌তে পেরেছি—এ পাষাণে প্রাণ পাবে। তোমার মুখ দেখেই, আমার প্রাণ জুড়িয়েছিল!

পি। আমি বুঝি শুধু শুধু তোমার সঙ্গ খুঁজেছিলুম?

স। (রেথার প্রতি) শুনচ'—শুনচ'—ছুটো কথা কইতেই থাবা দাও! আর শোন—কেমন ছড়া কাটাকাটি হচ্চে!

ধা। ওই দেখ—ফুরিয়েছে,—এ এর মুখপানে চেয়ে আছে!

াষাণ-মূর্ত্তি ভেদ করিয়া রমণীগণের

নৃত্য-গীত।

দেলদার ব্যতীত সকলের গীত।

ভোরপুর দেলদারি
দেখিয়ে পিরীত, পিরীত বাদায়,—
কারিকরি এর ভারি॥
রসে মন ভাসিয়ে দিয়ে,
পাষাণ গলায়—রসায় হিয়ে,
। যার প্রেম ফোটে না, তারই হৃদয় থাক্ ভারি

যবনিকা।